তত্ত্ব-বিচার।

" তর্কোঽপ্রতিষ্ঠঃ শ্রুতয়োর্বিভিন্না নাসৌ
মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নম।
ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং মহাজনো
যেন গতঃ স পন্থা ॥"

" হইত সমল যদি কুমুদ-রঞ্জন,
তাহলে কি ধরে তারে ভালে ত্রিলোচন ?
হিন্দু বেদবিধি যদি পঙ্কিল হইত,
তাহলে কি আর্য্যগণ মস্তকে ধরিত ?"

কলিকাতা,
৩৪।১ কলুটোলা ষ্ট্রীট বঙ্গবাসী ষ্টীম মেসিন প্রেসে
শ্রীবিহারীলাল সরকার দ্বারা
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
সন ১২৯৩।

উৎসর্গ।

পরিব্রাজক শ্রীসত্যানন্দারণ্য

করকমলেষু।

বিদ্বন, "তত্ত্ব বিচার" সাদরে তোমার শ্রীকরে উৎসর্গ করা হইল, স্নেহ চক্ষে দেখো, এই আরোপ। অনেক পণ্ডিত ও ধনী থাকিতে, কেন "তত্ত্ব বিচার" তোমার শ্রীকরে অর্পিত হইল? এই তরঙ্গ তোমার মনে উঠিতে পারে। অনেকেই সুখ্যাতি ও ধনের লোভে পণ্ডিত ও ধনীদিগকে গ্রন্থ উপহার দিয়া থাকেন; কিন্তু তোমার "আত্মারামত" গ্রন্থকর্ত্তা নহে, যে মান চাহে, ধন চাহে; আর উপহার দিলেই বা তাহার পাগলামির ভার লয় কে?—অতএব যে নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া সূর্য্য, চন্দ্র, পৃথিবী আদি গ্রহ সকল পরস্পর পরস্পরকে বেষ্টন করিয়া পরিভ্রমণ করিতেছে, যে নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া পিতা মাতা পুত্রের প্রতি, ভ্রাতা ভ্রাতার প্রতি, স্বামী স্ত্রীর প্রতি, এবং বন্ধু বন্ধুর প্রতি স্ব স্ব কর্ত্তব্য সাধন করিয়া থাকেন, তোমার "আত্মারামও" সেই নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া "তত্ত্ব বিচার" তোমার শ্রীকরে উৎসর্গ করিয়াছে।

এক্ষণে জিজ্ঞাসা করিতে পার, যে, সেই নিয়মটি কি?

তাহার নিয়ামক কে?—কেহ বলেন, "স্নেহ," কেহ বলেন, "দয়া," কেহ বলেন, "প্রেম," নানা মুনির নানা মত; কিন্তু তোমার "আত্মারাম" বলে, যে, সেটি প্রাকৃতিক নিয়ম, এবং পদার্থের সহিত পদার্থের জাতিগত ও স্বগত সম্বন্ধ ও পরস্পরের অভাব পূরণ ভিন্ন আর কিছুই নহে; এবং আত্মা তাহার নিয়ামক।

শেষ নিবেদন—

আত্ম-তত্ত্ব বিদ্ বিনা প্রশংসা কে করে?
স্থির বায়ু বিনা কোথা বর্ষে জল ধরে?
বিশ্বপতি কাছে শশী নহে প্রভাকর,
তথাপি তাহারে কেবা করে অনাদর?

অতএব ভাল চক্ষে দেখ, ভালই, নচেৎ নাচার ইতি।

তোমারি
"আত্মারাম"।

ভূমিকা।

"আত্মারাম" বলেন; যে, "দীর্ঘ পাতনামা লিখিতে চাহি না, গ্রন্থকার মহাশয়দিগের বৈঠকে তক্তা চাহি না, উপাধি চাহি না, সুখ্যাতি চাহি না, ও অর্থ রোজগারও চাহি না, তবে মন সমুদ্রে যে তরঙ্গ উঠে, তাহার কূলে "লয়" চাহি।

যেখানে তরঙ্গের লয় হয়, সে বড় ভয়ঙ্কর স্থান, তাহাকে তট বলে, সমুদ্র তটে জাহাজের বড় বিপদ, লাগিলেই চৌদিকে চৌ-চীর।

"আত্মারাম" নামক একখানি জাহাজ মন-সমুদ্রের সেই ঢেউ আছাড়ে (Breakers) পড়িয়াছে, ভারি বিপদ—পাঠক, মন-সমুদ্রের "ঢেউ—আছাড়" কি জানত ?—মনের কথা প্রকাশ করা, যাহা প্রকাশ করিলে, লোকে "বাচাল" বলে, "পাগল" বলে ; এই খানে আর একটা কথা বলিয়া লই,—

খুলিলে মনের দ্বার সতী কেহ নাই,
সখি লো ! পড়িয়াছে ধরা, অসতী রাই।

অতএব পাঠক, অনেকেই রাধিকার মত অসতী, এবং "আত্মারামের" মত "পাগল ও বাচাল।"

"আত্মারাম" কি কি তত্ত্ব বিচার করিয়াছে ?—শাস্ত্র সমন্বয়, সৃষ্টি-তত্ত্ব, পদার্থ তত্ত্ব, জীব-তত্ত্ব, ধর্ম্ম তত্ত্ব, ব্রহ্ম তত্ত্ব, এবং যোগ। "আত্মারামের" তত্ত্ব বিচার পাঠান্তে যদি একদণ্ডের

জন্যও পাঠক তোমার মনে ঈশ্বর চিন্তা স্থান পায়, তাহা হইলেও "আত্মারাম" আপনাকে কৃত কৃতার্থ বোধ করিবে।

যেমন দেবগণ সমুদ্র মন্থন করিয়া অমূল্য রত্ন পাইয়াছিলেন, তেমনই আর্য্যশাস্ত্র রূপ মহাসাগর মন্থন করিলে অমূল্য নিধি পাওয়া যায়। কিন্তু মন্থন করে কে? সে মন্থনদণ্ড (জ্ঞান) কৈ? সে রজ্জু (বিদ্যা) ইবা কৈ? বামনের চাঁদে হাত দেওয়ার মত "আত্মারাম" সেই মহাসমুদ্রের তটে রত্ন খুঁজিতে গিয়া দুই চারিটি কাঁকর যাহা ভিক্ষা পাইয়াছে, তাহাতেই তত্ত্ববিচারের অঙ্গরাগ করিয়াছে, কিছুই তাহার নিজের নহে।

বিষয় গুলিন অতিশয় কঠিন ও দুর্জ্জেয় বলিয়া, কোন কোন প্রশ্ন ও বিষয় ২।৩ বার উক্ত হইয়াছে, অতএব পুনরুক্তি দোষ বলিয়া গণ্য করিবেন না; অকারণ এক বিষয় বার বার উল্লেখ করিলেই পুনরুক্তি হয়। আর একটা কথা, "আত্মারাম" বলেন, যে, "অন্ধ কি অন্ধকে পথ দেখাইতে পারে?—উঃ! কি দুরাশা!"—সেইজন্য গ্রন্থখান প্রকাশ করিবার বড় ইচ্ছা ছিল না, এবং তাচ্ছীল্য করিয়া প্রুফও ভালরূপ দেখা হয় নাই; অতএব সে দোষটা পাঠক ধরিবেন না। "আত্মারাম" আরো বলেন, যে, "তত্ত্ব-বিচার যে বুঝিবে, সেই মজিবে।" এইটী বড় শক্ত কথা, যাই হউক, ফলেতেই পরিচয় পাওয়া যাইবে। ইতি

প্রকাশকস্য।

তত্ত্ব-বিচার।

শাস্ত্র সমন্বয়।

"ওঁ যোদেবাগ্নৌ যোপ্স যোনিলেষু য ভুবনমাবিবেশ।
যং ওষধীষু যো বনস্পতিষু তস্মৈ দেবায় নমোনমঃ॥"

১ প্রঃ। মতভেদের কারণ কি?

উঃ। এক প্রকৃতি হইতে এই বিশ্ব প্রকাশ হইলেও এক প্রকৃতির দুইটী বস্তু নাই, মানবমাত্রেরই প্রকৃতি ভিন্ন, সুতরাং বুদ্ধ্যাদিও ভিন্ন, সেই জন্য মত ও শাস্ত্রাদি ভিন্ন; যেমন প্রকাশ ও অন্ধকার বিরুদ্ধ স্বভাব তেমনই মত ও শাস্ত্রাদির পরস্পর ঐক্য হয় না। তামসিক সাধকের জন্য যে সকল উপদেশ ও কর্ম্ম আছে, রাজসিক সাধকের উপদেশ ও কর্ম্ম তাহা হইতে ভিন্ন, এবং সাত্ত্বিক সাধকের জন্য যে সকল উপদেশ ও কর্ম্ম আছে, তাহা অবশ্যই তামস ও রাজস মতও কর্ম্ম হইতে ভিন্ন হইবে। যদি অন্ধকার না থাকিত, তাহা হইলে কি প্রকাশের আদর হইত? এবং প্রকাশ না থাকিলে, অন্ধকার যে কি, তাহা কেহ জানিত না; উভয়ে বিরুদ্ধ স্বভাব হইয়াও উভয়ের গুণ প্রকাশ করিতেছে, এক্ষণে জ্যোতি ও

অন্ধকার সমান আবশ্যক দেখা যাইতেছে। অতএব শাস্ত্রাদির বিরুদ্ধভাবও সেইরূপ জানিবে।

দ্বিতীয় একজন রাজাকে সাত্ত্বিক মত ও কর্ম্ম উপদেশ দিলে, কোন ক্ষতি হয় কিনা, বৈদিকশাস্ত্র দেখ; একজন তমগুণাশক্ত ব্যক্তিকে সাত্ত্বিক মত ও কর্ম্ম করিতে উপদেশ দিলে, কি ফল ফলিবে, আর্য্যগণ তাহা বিশেষ জানিতেন; সেই জন্যই শাস্ত্রাদি ভিন্ন ভিন্ন দেখিতে পাওয়া যায়।

সত্ত্ব, রজঃ ও তম, এই গুণত্রয়ের বশবর্ত্তী হইয়া মানবমাত্রেই কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া থাকে; সেই জন্যই শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন, যে "পরধর্ম্ম ভাল হইলেও ভয়জনক, অতএব স্বধর্ম্মে নিধনই শ্রেয়স্কর জানিবে।" সকল শাস্ত্রই সত্য এবং উদ্দেশ্য একই, সকলেই মহাসাগর (পরমব্রহ্ম) কে লক্ষ্য করিয়া নদী সকলের ন্যায় নানা দেশ হইতে প্রবাহিত হইয়াছে; প্রভেদ এই যে, কোন প্রবাহ প্রবাহ। হইতে বাহির হইয়া আবার প্রবাহে মিলিত হইয়াছে, সেই প্রবাহ মহা-প্রবাহে মিলিয়াছে, এবং মহা-প্রবাহ একবারে মহাসাগরে গিয়া পড়িয়াছে।

২ প্রঃ। শাস্ত্র সকলের একটি সমন্বয় দেখাও?

উঃ। পরম পুরুষ হইতে প্রকৃতির বিকাশ, সেই প্রকৃতি অসংখ্য বিশ্বের প্রসূতী, আর্য্যপণ্ডিতগণ সেই প্রকৃতিকে ব্রহ্মা (সৃষ্টিশক্তি) বিষ্ণু (পালনশক্তি) মহেশ্বর আদি (সংহারশক্তি) নানা নাম, রূপ, এবং গুণ দিয়া, তাঁহার উদ্দেশে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র

স্তবস্তুতী এবং কর্ম্ম ব্যবস্থা করিয়াছেন; প্রকৃতির সেই সংখ্যা সকল আধিভৌতিক দেবতা বলিয়া জান। খৃষ্টধর্ম্মোপদেষ্টা সেই প্রকৃতিকে "ঈশ্বরাজ্ঞা" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ন্যায়দর্শন কর্ত্তা সেই প্রকৃতিপ্রসূত পদার্থকে ষোলটি দ্রব্য এবং তিনটী কারণে বিভক্ত করিয়াছেন। বৈশেষিক দর্শন ঐরূপ নয়টী তত্ত্ব, সাংখ্য কর্ত্তা পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব স্থির করিয়াছেন। কি পুরাণ, কি দর্শন, সকল শাস্ত্রই নদী সকলের মত এক সাগর উদ্দেশে ধাবিত হইয়াছে। চিন্ময় পুরুষ সেই সাগর, এবং গম্য, বিশ্বগন্তারূপ পোত, জীবাত্মা আরোহী, কাল শ্রোত, শাস্ত্র সকল ক্ষেপণীবাহক, এবং তত্ত্বজ্ঞান নাবিক। অতএব তুমি স্বধর্ম্মাশ্রয় করিয়া শাস্ত্ররূপ বাহকের সহিত বিশ্ব-নৌকায় আরোহী হইবে, তত্ত্বজ্ঞান নাবিক পাইবে, এবং কালশ্রোতে সাগর সঙ্গমে নীত হইবে।

৩ প্রঃ। তুমি যে আধি-ভৌতিক। দেবতার উল্লেখ করিলে, অতএব দেবতা কয় প্রকার বল ?

উঃ। *দেবতা ত্রিবিধ,—আধি-ভৌতিক, আধি-দৈবিক, এবং আধ্যাত্মিক দেবতা। সূক্ষ্মভূত বা মহাভূত মাত্রেরই

* স্বরূপতঃ মায়া (প্রকৃতি) রূপ উপাধি বিশিষ্ট পরম পুরুষই আর্য্যদিগের দেবতা। সেই অন্তর্যামী পুরুষই জড় জগতের (সূক্ষ্ম ও স্থূল মহাভূতের) অধিষ্ঠাত্রী বা অধিষ্ঠাতা (আধি-ভৌতিক) দেবতা। সেই পুরুষই আধিদৈবিক দেবতা, এবং সেই মহেশ্বরই আধ্যাত্মিক দেবতা; অর্থাৎ সূক্ষ্ম ও স্থূল

অধিষ্ঠাত্রী বা অধিষ্ঠাতা আছেন, তাঁহারাই আধি-ভৌতিক দেবতা। পূর্ব্বার্জ্জিত ধর্ম্মের প্রভাবে যে সকল উত্তমোত্তম জীব নির্ম্মল সূক্ষ্মতম (ঔপপাদিক) দেহ প্রাপ্ত হইয়া সপ্তলোক ও মহেন্দ্রাদি লোকে বাস করেন, তাঁহারাই আধি-দৈবিক দেবতা। প্রকৃতি অসংখ্য লোক ও অসংখ্য জীবস্রোত সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই অসংখ্য লোক ও জীবের যে "চিদাবভাস" হইতে "অহং জ্ঞান" আইসে, সেই "আত্মাবভাস"ই আধ্যাত্মিক দেবতা জানিবে। অতএব দেবোদ্দেশে কর্ম্মানুষ্ঠান এবং দেবতাতে চিত্তসংযম করিলে অবশ্য ফল লাভ হয়। সেই জন্যই আর্য্যগণ ভিন্ন ভিন্ন দেবতা উদ্দেশে ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্মকাণ্ড ও ভিন্ন ভিন্ন স্তবস্তুতী ব্যবস্থা করিয়াছেন।

৪ প্রঃ। কোন কোন দার্শনিকের মতে ঈশ্বর নাই, অতএব ঈশ্বর প্রমাণ কর?

ভূতে এবং জীবে ব্যাপ্ত যে কূটস্থ চৈতন্য, তিনিই দেবতা। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরাদি দেবতা সকলও তাঁহাতে (কূটস্থ চৈতন্য) বিদ্যমান্ আছেন। অতএব যে কোন্ পদার্থকে ঈশ্বরোদ্দেশে উপাসনা কর না কেন, সেই পরং ব্রহ্মেরই উপসনা করা হয়।

"মায়াস্তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনস্তু মহেশ্বরম্।
অস্যাবয়বভূতৈস্তু ব্যাপ্তং সর্ব্বমিদং জগৎ॥
ইতি শ্রুত্যনুসারেণ ন্যায়ো নির্ণয় ঈশ্বরে।
তথা সত্য বিরোধঃ স্যাৎ স্থাবরান্তে শবাদিনাম্॥"

উঃ। "ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ"—"শ্রুতিরপি প্রধান কার্য্য ত্বস্য", এই সকল উক্তি দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে, যে সৃষ্টি কার্য্যে ঈশ্বর লিপ্ত নহেন, সৃষ্টি প্রকৃতিরই ক্রিয়া, এই সকল সূত্র দ্বারা ঈশ্বর নাই, এরূপ সিদ্ধান্ত হইতে পারে না। এক্ষণে জিজ্ঞাসা হইতে পারে, যে প্রকৃতি কি?—সৃষ্টিতত্ত্ব দেখ, ব্রহ্মতত্ত্ব ৩ প্রঃ উঃ দেখ, তাহা হইলেই জানিতে পারিবে, যে প্রকৃতি কি। স্বরূপতঃ সৃষ্টিকার্য্যে চিন্ময় বিভু লিপ্ত নহেন, প্রকৃতি হইতেই বিশ্বের বিকাশ;—বৌদ্ধ মতে সেই প্রকৃতি "শক্তি", লেপ্লাস মতে প্রকৃতি "তাপ ও পরমাণু", এবং কোমত মতে প্রকৃতি "নৈসর্গিক নিয়ম"। ফল, আধুনিক দার্শনিক মতে পরমাণু সকলের যে সংযোগ ও বিয়োগ তাহাই "সৃষ্টি"। যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, যে পরমাণু সকলের সংযোগ বিয়োগ কি নিয়মে হয়, তাহা হইলে দার্শনিক বলিবেন, "সেটি তাহাদের স্বভাব, আপনা আপনি হয়", কিন্তু এটি স্বতঃ-সিদ্ধ নিয়ম যে, গতি ভিন্ন সংযোগ বিয়োগ হয় না, এবং শক্তি ভিন্ন গতি হয় না; অতএব "শক্তি" আদি বা মুল, সেই শক্তি কি?—শক্তিই "প্রকৃতি", কপিল সেই "প্রকৃতি" স্বীকার করিয়াছেন। "তেজ" (তাপ) কি সেই প্রকৃতি?—না, জড় সূর্য্য (তাপ) পরমাণু সমষ্টী, প্রকৃতি পরমাণু সমষ্টী নহে, সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্ম, ইন্দ্রিয়গণের অগোচর; সেই প্রকৃতি হইতে সূর্য্যের বিকাশ, মহাকাশ সেই প্রকৃতি পূর্ণ, লোক সকল সেই প্রকৃতি প্রভাবে উৎপন্ন হইয়াছে, সেই প্রকৃতিই

মহাভূত গণের প্রসূতী; কে বলে সেই প্রকৃতি জড় সূর্য্য? সেই প্রকৃতি প্রভাবেই কোন্‌তও লেপ্লাসের তাপ কতবার সৃষ্টি ও লয় হইয়াছে।

একজন ঈশ্বর বাদী আধুনিক বৈজ্ঞানিককে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, "কে বর্ষাগমনে নদী সকল জলরাশি দ্বারা পূর্ণ করেন"?—বৈজ্ঞানিক্। "মেঘ ও বৃষ্টিপাত দ্বারা নদী সকল জলপূর্ণ হয়"। দ্বিতীয় বৈজ্ঞানিক। "শৈত্ব মেঘে উপযুক্ত তাড়িতাভাব ও মাধ্যাকর্শনই নদী জলের কারণ"। তৃতীয় বৈজ্ঞানিক। "তাপ ও সাগরই নদী জলের কারণ"। ঈশ্বর বাদী। তোমাকে কে সৃষ্টি করিয়াছেন?—বৈজ্ঞানিক। "আমার এই শরীর পিতৃ মাতৃজ,,। দ্বিতীয় বৈজ্ঞানিক। "তাপ ও পরমাণু হইতে আমি এই শরীর প্রাপ্ত হইয়াছি"। তৃতীয় বৈজ্ঞানিক। "আকাশ ও গতি হইতে (Inobedience to the law of motion) আমার শরীর জন্মিয়াছে"। ঈশ্বর-বাদী। "ঈশ্বর নদীর জল ও তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন। বৈজ্ঞানিক, তোমার নবাবিষ্কৃত তত্ত্ব সকল ও ঐশীশক্তি প্রভাবে সৃজিত হইয়াছে; সেই পরমা শক্তি কায়মনো বাক্যের অগো-চর, এবং সেই পরমা শক্তি (নিগুর্ণ) হইতেই প্রকৃতির বিকাশ জানিবে,,। অমনি বিজ্ঞান সমিতিতে হাসির ধুম পড়িয়া গেল, বৈজ্ঞানিক তাহার পাততাড়ি লইয়া, বুক ফুলাইয়া ঈশ্বর বাদীর সম্মুখে আসিয়া বলিলেন, যে, "যদি মেঘ ও বৃষ্টিপাত না থাকিত বিনা মেঘে নদী জলপূর্ণ হইত, যদি শৈত্ব, মেঘে তাড়িতাভাব,

মাধ্যাকর্ষন বিনা বৃষ্টিপাত হইত, যদি তাপ ও সাগর অভাবে গগণে বাষ্প জমিয়া মেঘ হইত, তাহা হইলে তোমায় 'ঐশী-শক্তি" মানিতাম, ঈশ্বর স্বীকার করিতাম। নদীজল, মানবদেহ, এবং এই জগৎ তাপ ও পরমাণু হইতে প্রকাশিত হইয়াছে, ঈশ্বর নাই।" ঈশ্বরবাদী। "ভাই বৈজ্ঞানিক, তোমাকে ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে, যে, তাপেরও "অণু" আছে, সেই "অণু" সকলের সংকোচক ও প্রসারক (Contraction and expansion) এক শক্তি অছে, সেই "শক্তি" (force)ই "গতি" (motion) এবং এটিও স্বতঃসিদ্ধ যে, যখন সেই সকল "অণু" (Subtilatom) সংকোচ (সংযোগ) হয়, তখনই স্থূল তেজ পদার্থ (সূর্য্য) উৎপন্ন হয়, এবং যখন প্রসার (বিয়োগ) হয়, তখন সূক্ষ্ম তেজ পদার্থ (সূর্য্যের অভাব) হয়; অতএব তোমার অনুমোদিত তাপেরও একটি "কারণ" (গতি) আছে, এবং সেই কারণের (গতির) ও "কারণ" (শক্তি) আছে। এক্ষণে ভাবিয়া দেখ, যে এমন একটি শক্তিতে (প্রকৃতি) গিয়া পৌঁছিয়াছে, যাহা সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্মতম, যাহা কোন একটি "নিত্যসত্তা" (বিদ্যমানতা) র কার্য্য, এবং ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, যে সেই নিত্য সত্ত্বা (বিদ্যমানতা) "আপনা আপনি" (স্বভাব) অর্থাৎ যাহা কাহারও "কার্য্য" নহে, এবং যাহার কোন "কারণ" নাই, "আপনিই আপনার কার্য্য ও কারণ।" ইহা আর প্রমাণ করিতে হইবে না, যে একটি "বিদ্যমানতা" আছে, বলিলেই তাহা অবশ্য কোন দ্রব্য

হইবে, সেই দ্রব্য কি?—সেই দ্রব্যই আমার প্রাণের প্রাণ, হৃদয়ের হৃদয়, সেই "দ্রব্য" হইতেই কপিলের প্রকৃতির বিকাশ, সেই "দ্রব্য" হইতেই বৌদ্ধের "গতি ও আকাশের" প্রকাশ, সেই "দ্রব্য" হইতেই বেদান্তের "মায়ার" বিকাশ, সেই "দ্রব্য" হইতেই ঋগ্বেদের ত্রিপাদ, এবং সেই "দ্রব্য" হইতেই বৈজ্ঞানিক, তোমার "তাপ ও পরমাণু" উৎপন্ন হইয়াছে।"

দেশ, কাল, এবং ব্যক্তি মাত্রেরই প্রকৃতি ভেদই মত ও শাস্ত্রাদি প্রভেদের বিশেষ কারণ জানিবে। যেমন একটী নারিকেল বৃক্ষ দেখিয়া ঈশ্বর ভক্ত বলিলেন, যে, "ঈশ্বরের কি অনির্ব্বচনীয় মহিমা! কি সৃষ্টি কৌশল! চল্লিশ হস্ত উর্দ্ধেও নারিকেলের মত কঠিন ফলে জলের সৃষ্টি করিয়াছেন।" বৈজ্ঞানিক বলিলেন, যে, "লবণাক্ত সরস মৃত্তিকায় নারিকেল বৃক্ষ জন্মিয়া থাকে।" দ্বিতীয় বৈজ্ঞানিক বলিলেন, যে, "নারিকেল অম্লরোগ নাশক, দুগ্ধ ও নারিকেল এক জাতীয় পদার্থ।" তৃতীয় বৈজ্ঞানিক বলিলেন, যে, "নারিকেল তৈল কেশারাগ তৈল, এই তৈল ব্যবহার করিলে কেশ সুশ্রী হয়, সেই জন্য এদেশীয় মহিলারা ব্যবহার করিয়া থাকেন।" এক নারিকেল বৃক্ষ দেখিয়া চার জন চার প্রকার পৃথক মত প্রকাশ করিলেন কেন?—চার জনেরই প্রকৃতি (দর্শন ও জ্ঞান) পৃথক, অর্থাৎ যিনি ঈশ্বর-ভক্ত, ঈশ্বর যাঁহার দর্শন, ঈশ্বর যাঁহার ধ্যান, ঈশ্বর যাঁহার জ্ঞান, তিনি ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্যই দেখিতে পাইলেন; বৈজ্ঞানিক

ভূতত্ত্ববলে লবণাক্ত সরস মৃত্তিকা দেখিলেন; ভেষজ তত্ত্ববিদ্ বৈজ্ঞানিক নারিকেলের অম্লরোগ নাশক গুণ দেখিলেন; এবং তৃতীয় বৈজ্ঞানিক (অন্তঃপুর যাঁহার বিজ্ঞান সমিতি, কামিনীগণ যাঁহার বিজ্ঞানগ্রন্থ, (বেণী যাঁহার পাঠ্য) কেশ সুশ্রী গুণ দেখিতে পাইলেন। তেমনই কপিল তাঁহার প্রকৃতি অনুসারে বলিয়াছেন, যে, "ঈশ্বরাসিদ্ধে!" বৌদ্ধ তাঁহার প্রকৃতি অনুসারে বলিয়াছেন, যে, "গতি ও আকাশ" হইতে সৃষ্টি? এবং লেপাস ও কোম্‌ত তাঁহাদের প্রকৃতি অনুসারে বলিয়াছেন, যে, "তাপ ও পরমাণু হইতে জগৎ।" সৃষ্টি ক্রিয়া সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত থাকায় ঈশ্বরবাদ নিরীশ্বরবাদ না হইয়া আরো দৃঢ় হইয়াছে। যেরূপ ২।৩।৪।৫ ইত্যাদি সংখ্যাবাচক শব্দ সকল ১ শব্দের অস্তিত্ব প্রমাণ করিয়াছে, সেইরূপ নাস্তিক দর্শন সকলও আস্তিক দর্শনের অস্তিত্ব প্রমাণ করিতেছে।

কপিল বলিয়াছেন, যে "বেদে ঈশ্বরোদ্দেশে যে উপাসনা আছে, তাহা মুক্তাত্মা বা সিদ্ধপুরুষের উপাসনা।" ভাল, মুক্তাত্মার সহিত পরমাত্মার প্রভেদ কি?—স্থূল ও সূক্ষ্ম জীব (পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়+পঞ্চপ্রাণ + পঞ্চদ্বারবেন্দ্রিয় + মনঃ + বুদ্ধি + অহঙ্কার + চিত্ত + আত্মাবভাস) যোগে পরমাত্মা কি জীবাত্মা হন না? এই জীবাত্মা মুক্ত হইলেই কি পরমাত্মা প্রকাশ হন না?—অতএব "সিদ্ধস্তবা" বলায় বড় একটা ক্ষতি দেখিতেছি না।

চাক্ষুষ, শব্দ এবং অনুমাম এই তিন প্রকার প্রমাণের দ্বারা ঈশ্বর দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু কোম্‌ত; মিল, স্পেন্‌সার, এবং ডার্বিন ভজা কি দেখিতে পাইবেন?—ব্রাড্‌লোর পাঠক, তুমি বালক বিজ্ঞানকে গুরু করিয়া ঈশ্বর দেখিতে চাহ?—তোমার কি ভ্রম!

নাস্তিক কে?—ন্যায় ও বৈশেষিক, উত্তর ও পূর্ব্ব মিমাংসা, সাংখ্য, যোগ ও বৌদ্ধ, দর্শন শাস্ত্র মাত্রেই পরলোক স্বীকার করিয়াছে;—সাংখ্যকার বলেন, জন্মই দুঃখের কারণ; বৌদ্ধদেবও ঐরূপ নির্ণয় করিয়াছেন। রাজাকে মানি না; কিন্তু তাঁহার আজ্ঞা মানি। এক্ষণে বল, নাস্তিক কে?—চার্ব্বাক দর্শনও নাস্তিক শাস্ত্র নহে; ঘোর তমগুণাশক্ত ব্যক্তি ঐ দর্শনের প্রণেতা, ঐ দর্শনে তমগুণের প্রাধান্য দেখান হইয়াছে; সকল লোকেই যদি পরলোক লাভের জন্য ইহলোকের ভোগ ও বিলাস ত্যাগ করে, তাহা হইলে সংসারে কে থাকিবে? তমাসুর কাহার আশ্রয় লইবে?—যিনি রজ ও সত্ত্বগুণের নেতা, তিনিই তমগুণ সৃষ্টি করিয়াছেন; *রজ ও সত্ত্বগুণ যেমন রক্ষা করিতেছেন, † তমগুণও সেইরূপ রক্ষা করা আবশ্যক বোধে চার্ব্বাক দর্শনপ্রণেতাকে ঐরূপ তামস বুদ্ধি ও জ্ঞান প্রদান করিয়াছিলেন। মহর্ষি

* রাজস-উপদেশ ও কর্ম্ম দ্বারা রজ এবং সাত্বাকি উপদেশ ও কর্ম্ম দ্বারা সত্ব গুণ রক্ষা হয়।

† তামস উপদেশ ও কর্ম্ম দ্বারা তমগুণ রক্ষা হয়।

জাবালিও রজ ও তমগুণ রক্ষার্থে রামচন্দ্রকে অরণ্য গমন করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন, যথা,—

"অর্থ ধর্ম্মপরা যে যে তাং স্তাং শোচামি নেতরান্।
তেহি দুঃখমিহ প্রাপ্য বিনাশং প্রেত্য নেমিরে॥
অষ্টকা পিতৃদৈবত্যমিতায়ং প্রসৃতো জনঃ।
অন্নস্যোপদ্রবং পশ্য মৃতোহি কিম শিষ্যতি॥
যদি ভুক্তমিহান্যেনি দেহ মন্যস্য গচ্ছতি।
দদ্যাৎ প্রবসতাং শ্রার্দ্ধং ন তৎ পথ্যমানং ভবেৎ॥
দান সংবলনাহ্যেতে গ্রন্থা মেধাবিভিঃ কৃতাঃ।
যজস্ব দেহি দীক্ষাস্ব তপস্তপস্বি সন্ত্যজ॥
ন নাস্তি পরমিত্যেতৎ কুরুবুদ্ধিং মহামতে॥
প্রত্যক্ষ্যং যত্তদাতিষ্ঠ পরোক্ষং পৃষ্ঠতঃ কুরু॥"

ইহা দ্বারা স্পষ্ট বোধ হইতেছে, যে দশরথাত্মজ সত্ত্বগুণের বশবর্ত্তী হইয়া মুনিবৃত্তি অবলম্বন করিলে সংসারে অধিক ক্ষতি হইবে; রাজার রীতিনীতি, ধর্ম্মকর্ম্ম, চালচলন, প্রজাবর্গে অবলম্বন করিয়া থাকে; রাজা পিতা, প্রজা পুত্র, পিতার সাদৃশ্য পুত্রে অবশ্য থাকিবে, রামচন্দ্র অযোধ্যায় ভাবী রাজা, তিনি প্রতিজ্ঞা পালনের জন্য তম ও রজগুণ (তামস ও রাজস কর্ম্ম) বিসর্জন দিতেছেন, ইহাতে ভবিষ্যতে অযোধ্যা নগরীতে অনেক অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভব আছে; অতএব তাঁহাকে অরণ্য যাত্রা হইতে নিবারণ করা কর্ত্তব্য হইতেছে, বিবেচনা করিয়া মহর্ষি জাবালি বলিয়া-

ছিলেন, যে "যাহারা শাস্ত্রার্থ ধর্ম্ম পরায়ণ, তাঁহারাই ইহজগতে দুঃখ পাইয়া পরলোকে নাশ প্রাপ্ত হন; পিতৃলোক উদ্দেশে অষ্টকা শ্রাদ্ধ করা, কেবল অন্ন নষ্ট করা মাত্র, মৃত ব্যক্তি কখনও আহার করিতে পারে?—একের ভোজনে যদি অন্যের ভোজন করা হয়, তবে প্রবাসীর উদ্দেশে অন্নদান (শ্রাদ্ধ) কর, ঐ ব্যক্তির পাথেয়ের আবশ্যক হইবে না। বিষয়বাসনা ত্যাগ কর, যজ্ঞ কর, দান কর, দীক্ষিত হও, তপস্যা কর; এইরূপ দান প্রবর্ত্তক উপদেশ বুদ্ধিমান ব্যক্তিরাই দিয়াছিলেন। হে মহামতে। ধর্ম্ম কোন কার্য্যের নয়, তুমি এই বুদ্ধি কর; যাহা ভবিষ্যৎ গর্ভে আছে, তাহা পশ্চাতে রাখিয়া, যাহা প্রত্যক্ষ তাহারই অনুষ্ঠান কর।", তম ও রজগুণাশক্ত ব্যক্তিকে বিবেচনা করিতে হইবে, যে স্বর্গ ও পরলোকগামী আত্মা নাই; পরলোক উদ্দেশে বেদের কর্ম্ম কাণ্ড, অগ্নিহোত্র, ব্রহ্ম-চর্য্য, ত্রিদণ্ড ও বিভূতি লেপন, বিলাস ও ভোগ ত্যাগ ক্রিয়া অনাবশ্যক, কোন প্রয়োজন নাই; যথা,—

"যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেদৃনং কৃত্বা ঘৃতংপিবেৎ।
ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ॥
যদি গচ্ছেৎ পরং লোকং দেহা দোষ বিনির্গতঃ।
কস্মাদ্ভূয়ো ন যায়াতি বন্ধু স্নেহ সমাকুলঃ॥
ততশ্চ জীবনোপায়ো ব্রহ্ম নৈর্বিহিতস্ত্বিহ।
মৃতানাং প্রেত কার্য্যানি নত্বন্যদ্বিদাতে কচিৎ॥

ত্রয়ো বেদস্য কর্ত্তায়ো ভণ্ড ধূর্ত্ত নিশাচরাঃ।
জর্ফরি তুর্ফরীত্যাদি পণ্ডিতানাং বচঃ শ্রুতম্॥"

তম ও রজগুণাশক্ত ব্যক্তিদিগের জন্য এই চার্ব্বক শাস্ত্রের আবির্ভাব জানিবে। জাবালি কি নাস্তিক ছিলেন?—না, যদি তিনি নাস্তিক হইতেন, তাহা হইলে মুণিবৃত্তি অবলম্বন করিবেন কেন?—তবে কেন তিনি রামচন্দ্রকে চার্ব্বাক শাস্ত্র উপদেশ দিয়াছিলেন?—রামচন্দ্র যদি ঐরূপ উপদেশ না পাইতেন, চার্ব্বাক দর্শনের তামস ও রাজস উপদেশ তাঁহার রক্তের প্রত্যেক পরমাণুতে মিশাইয়া তাঁহার শীরায় শীরায় না ধাবিত হইত, তাহা হইলে কি দুষ্ট রাক্ষস বংস ধ্বংস হইত? কেহ কি রাক্ষসগণের দৌরাত্ম্য ও পীড়ন হইতে অব্যাহতি পাইত?—তমগুণের বশবর্ত্তী হইয়াই রামচন্দ্র সিতার উদ্ধার করিয়াছিলেন। অতএব যখন সত্বগুণের আধিক্য হইল, সকল লোকেই মোক্ষ (জন্ম মৃত্যু জরা হইতে মুক্তি) লাভের জন্য সংসার আশ্রম ত্যাগ করিয়া ব্রহ্ম-চর্য্য, সন্ন্যাস ইত্যাদি আশ্রম গ্রহণ করিতে লাগিলেন, তখন কোন বুদ্ধিমান ঋষি তম ও রজগুণ (তামস ও রাজস ধর্ম্ম) রক্ষা করিবার জন্য চার্ব্বাক শাস্ত্র রচনা করিয়াছিলেন। এক্ষণে সন্দেহ হইতে পারে, যে, কোন্ বুদ্ধিমান (সত্বগুণাশক্ত) ব্যক্তি আস্তিক হইয়া, নাস্তিক (তম ও রজগুণাশক্ত) হইয়াছিলেন?—সংক্ষেপে ইহার মিমাংসা এই যে, সত্বগুণ যে নিত্য স্বভাব হইতে, তম ও রজগুণও সেই প্রকৃতি প্রসূত,

তম ও রজগুণের ফল প্রত্যক্ষ (ইহলোক) সত্ত্বগুণের ফল পরোক্ষ (পরলোক)—সাত্ত্বিক রাজসিক এবং তামসিক উপদেশ ও কর্ম্ম একত্রে থাকা অপেক্ষা স্বতন্ত্র থাকা ভাল; অন্ধকার ও প্রকাশ যেরূপ বিরুদ্ধভাব তম রজঃ ও সত্ত্ব সেইরূপ বিরুদ্ধভাব, তামস ও রাজস কর্ম্ম হইতে সাত্ত্বিক কর্ম্ম যেরূপ পৃথক আছে, উপদেশও সেইরূপ পৃথক থাকা আবশ্যক বিবেচনা করিয়া চার্ব্বাক শাস্ত্র কর্ত্তা আস্তিক হইয়াও নাস্তিক মত প্রচার করিয়াছিলেন। তম ও রজঃ গুণ হইতে দ্বিতীয় পদার্থ (জগৎ ও জীব) সত্ত্বগুণে অদ্বিতীয় পদার্থ (ঈশ্বর)—দ্বিতীয় (জগৎ ও জীব) জ্ঞান হইলে, কি অদ্বিতীয় (ঈশ্বর) জ্ঞান হইতে পারে? অন্ধকার ও আলোক জ্ঞান কি একবারে হইতে পারে? সেই জন্য আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ প্রচার করিয়া থাকেন, যে, "ঈশ্বর নাই" "ঈশ্বর নাই"। চার্ব্বাক দর্শনকর্ত্তা এই সকল আশঙ্কা দেখিয়া সত্ত্বগুণের পরিণাম, "আস্তিক দর্শন" (পরলোক জ্ঞান) হইতে তম ও রজগুণের পরিনাম, "নাস্তিক দর্শন" (ইহলোক জ্ঞান) পৃথক করিয়াছিলেন; এবং স্বরূপতঃ চার্ব্বাক আস্তিক ছিলেন ক্রমে সংসার প্রিয় বিলাসী পণ্ডিতগণ চার্ব্বাক দর্শনের প্রচারক হইয়া স্বরূপতঃ নাস্তিক হয়েন; এবং * বৃহস্পতি প্রধান নাস্তিক ছিলেন। তাঁহার সময়ে চার্ব্বাক গ্রন্থ প্রণেতার মূল উদ্দেশ্য লোপ হইয়াছিল, সকল লোকেই প্রায়

---

* ইঁনি দেবগুরু বৃহস্পতি নহেন।

তম ও রজগুণাশক্ত প্রত্যক্ষ কার্য্যে রত হইয়াছিলেন; সত্ত্ব-গুণ ও বৈদিক ক্রিয়া একপ্রকার বিলুপ্ত হইয়াছিল। অগ্নি কতক্ষণ ভষ্মাচ্ছাদিত থাকে? এই সময় সাংখ্যকার কপিল দেবের আবির্ভাব হয়; তিনি উর্দ্ধ-কণ্ঠে প্রচার করিয়া-ছিলেন, যে "সংসার দুঃখময়, হে জীব, কর্ম্মপাস বদ্ধ হইয়া আর বারম্বার জন্মগ্রহণ করিও না, কর্ম্ম ত্যাগ কর, প্রবৃত্তি ত্যাগ কর, প্রবৃত্তি কর্ম্মের কারণ, অজ্ঞানতা প্রবৃত্তির কারণ, অতএব অজ্ঞানতা ত্যাগ করিয়া সংসার মুক্ত হও।" তাঁহার পর বৌদ্ধ অবতার, তিনিও এইরূপ মত প্রচার করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে কেহই আর সত্ত্বগুণ ও ঈশ্বরবাদ উল্লেখ করেন নাই। কারণ সত্ত্বগুণেও কর্ম্ম আছে, জীব যাহাতে একবারে কর্ম্ম (সত্ত্ব রজঃ তম) ত্যাগ করিয়া গুণাতীত হয়, ইহাই তাঁহাদের অভিপ্রায় ছিল। জীব গুণাতীত হইলেই মুক্তাত্মা হন। ফল, বৌদ্ধ মতের সহিত বেদান্ত মতের একতা আছে, সাংখ্যমত ও বৌদ্ধমত নাস্তিকমত নহে। সাংখ্য দর্শন ও শ্রীমদ্ভাগবত একই জিনিস, সাংখ্য-কার দেখাইয়াছেন, যে, পুরুষ ও প্রকৃতির অয়স-কান্ত মণিবৎ সম্বন্ধ (সংযোগ) আছে, সেই সম্বন্ধই পুরুষের বন্ধন, সেই বন্ধনের পর বিয়োগ, এবং বিয়োগের পর সংযোগ, এইরূপ ক্রমান্বয় সংযোগ বিয়োগের পর মুক্তি, অর্থাৎ পুরুষ গুণাতীত না হইলে, মুক্তি হয় না; সেই জন্যই সাংখ্যকার ও বৌদ্ধদেব আদৌ সাত্ত্বিক কর্ম্ম ও ঈশ্বর উল্লেখ করেন নাই।

শ্রীমদ্ভাগবত কর্ত্তা স্ফটিক পাত্রে রক্ত জবার ন্যায় পুরুষ ও প্রকৃতির সম্বন্ধ দেখাইবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ ও গোপ কন্যা রাধিকার দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন, যথা, বাল্যাবস্থা (সৃষ্টির আদি) হইতেই রাধিকার (প্রকৃতির) সহিত শ্রীকৃষ্ণের (পুরুষের) প্রণয় (সংযোগ) হয়, উভয়ের এক দেহ, এক প্রাণ (প্রকৃতি ও পুরুষ সংযোগ হইলেই আর স্বতন্ত্র থাকে না, এক হয়, তাহার পর, উভয়ের বিচ্ছেদ—বিয়োগ এবং পুনঃ পুনঃ সংযোগ বিয়োগের পর চিরবিচ্ছেদ (পুরুষের পারলৌকিক জ্ঞানোদয় কর্ম্ম ও বাসনা ত্যাগ) হয়, সেই চিরবিচ্ছেদই মুক্তি। সাংখ্যের মুক্ত পুরুষ বেদান্তের পরমাত্মা, সাংখ্যের প্রকৃতি বেদান্তের মায়া, সাংখ্যের প্রকৃতি ও পুরুষের অয়স্কান্ত মণিবৎ সম্বন্ধ বেদান্তের অবিদ্যা ও অজ্ঞানাবরণ, সাংখ্যের চিরবিচ্ছেদ বেদান্তের বিদ্যা ও জ্ঞান খড়্গ ; সাংখ্যের মুক্ত পুরুষ সুখ স্বরূপ, স্বয়ম্ভু, নিত্য অবিনাশী, সর্ব্বব্যাপী, প্রভান্বিত, নির্ম্মল, কিছু হইতে উৎপন্ন নহেন, পাপরহিত এবং অশরীরী ; বেদান্তের পরমাত্মাও ঐ সকল গুণযুক্ত। সাংখ্যমত বল, বৌদ্ধমত বল, সকল দর্শন শাস্ত্রই এক বেদান্ত মহাসাগর লক্ষ করিয়া নানা দেশ হইতে নদী সকলের ন্যায় প্রবাহিত হইয়াছে।

৫ম প্রঃ আর একটি জিজ্ঞাস্য এই যে, প্রাচীন দার্শনিক-দিগের পঞ্চ ভূতকে আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ ভূত বলেন না; তাঁহারা বলেন, যে সাতষট্টি ভূত প্রাচীন দর্শন শাস্ত্রোক্ত পঞ্চ

ভূতকে তাড়াইয়া দিয়া সেই আসন গ্রহণ করিয়াছে, ইহা কতদূর সত্য ?

উঃ। কে বলে আর্য্য পণ্ডিতগণ সাতষট্টি ভূততত্ত্ব জানিতেন না ?—ভাল, বল দেখি; ঘট কার্য্যের কারণ নির্ণয় ককিতে হইলে, ঘটের পূর্ব্ববর্ত্তী কারণ কুম্ভকার, চক্রদণ্ড এবং মৃত্তিকা ধরা উচিত, কিম্বা কুম্ভকার চক্রদণ্ড ও মৃত্তিকার পূর্ব্ববর্ত্তী কারণ প্রকৃতি, জৈবনিক অম্লজান, জলজান, অঙ্গারজান, যবক্ষারজান, কাষ্ঠ, সূত্রধরের যন্ত্র, শিলিকন, আলুমিনার, ও অম্লজানের সংযোগ ইত্যাদি ধরা উচিত ?—ভাল, পূর্ণীমা রজনীতে আলোকের পূর্ব্ববর্ত্তী কারণ চন্দ্র না সূর্য্য ?—কার্য্য মাত্রেরই পূর্ব্ববর্ত্তী কারণ ধরিতে হইবে। যথা, ঘট একটী কার্য্য, তাহার কারণ কুম্ভকার, চক্রদণ্ড, মৃত্তিকা। পূর্ণীমা রাত্রে যে আলোক হয়, তাহার কারণ চন্দ্র। কিন্তু যখন চন্দ্রালোকের কারণ নির্দ্দেশ করিতে হইবে, তখন সূর্য্য তাহার কারণ; যখন কুম্ভকার চক্রদণ্ড ও মৃত্তিকার কারণ নির্দ্দেশ করিতে হইবে, তখন প্রকৃতি, জৈবনিক, সূত্রধরের যন্ত্র, শিলিকন আলুমিনার ও অম্লজানের সংযোগ ইত্যাদি দেখাইতে হইবে। তেমনই প্রাচীন দার্শনিকগণ জড়জগতের বিকারজ জীব পদার্থের পূর্ব্ববর্ত্তী কারণ পঞ্চভূত নির্ণয় করিয়াছিলেন। যখন পঞ্চভূতের পূর্ব্ববর্ত্তী কারন নির্দ্দেশ করিতে হইবে, তখন "অম্লজান ও জলজান সংযোগ করিয়া আগুণ দিলে জল হয়, সিলিকন, আলুমিনার ও অম্লজানের সংযোগ ইত্যাদি

হইতে মৃত্তিকা হয়, সডিয়াম ও ক্লোরাইনের সহ অম্লজানের সংযোগে লবণ হয়, চূণেরসহ অম্লজানের যোগে মর্ম্মর প্রস্তুত হয়, অঙ্গারজান ও অম্লজানের রাসয়নিক ক্রিয়াই দাহিকা শক্তি, অম্লজান ও অঙ্গারজানে কার্ব্বনিক আসিড্ হয় (যে বাষ্পে সোডাওয়াটার উছলিয়া পড়ে। দীপশিখা ও নিশ্বাস হইতে ইহা বাহির হয়) অঙ্গারজান ও জলজানে তারপিন প্রভৃতি তৈল প্রস্তুত হয়। অম্লজান, জলজান, অঙ্গারজন এবং জবক্ষারজানের সংযোগই জৈবনিক, ইহার সহিত গন্ধক ও পটাস ইত্যাদিও থাকে। রক্তে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চক্রাকার বস্তু আছে, তাহা * চক্রাণু (প্রোটো প্লাসম) তাহার কতক রক্তবর্ণ, অপর কতক বর্ণ হীন, রক্তচক্রাণু হইতে কিছু বড়,—শরীরাভ্যন্তরে যে তাপ আছে, ঐ রক্ত চক্রাণু যদি সেইরূপ তাপ সহ রাখা হয়, তাহা হইলে স্বজীব পদার্থের (জীব দেহের) ন্যায় যথেচ্ছা চলিয়া বেড়াইবে ;” আধুনিক বৈজ্ঞানিকের নবাবিস্কৃত কারণ নির্ণয় করিতে হইবে।

হয়ত বৈজ্ঞানিক বলিবেন যে, “একটি গৃহে মৃত্তিকা জল, বায়ু অগ্নি এবং আকাশ আছে, তবে কি সেই গৃহটী স্বজীব পদার্থ ?” পঞ্চভূতের সংযোগে যে রাসায়ণিক ক্রিয়া, অর্থাৎ পঞ্চভূতের যে রূপান্তর (Evolution) হয়, তাহাই সজীব পদার্থ; পঞ্চভূতের রূপান্তরই (পঞ্চিকরণ) জৈবনিক (অম্লজান, জলজান, অঙ্গারজান এবং যবক্ষারজান এই

* (Blood Globules deocs)

চারটি বাষ্পের যে যোগ) পঞ্চিকরণই রক্ত চক্রাণু (প্রোটো-প্লাসম্ ও তাপ) পঞ্চভূত সংযোগে যে বিকার, অর্থাৎ পঞ্চ-ভূতের স্বভাব অভাব (রাসায়নিক ক্রিয়া) হয়, তাহা সজীব পদার্থ; এবং তাহাদের যে বিয়োগ (পঞ্চভূতের যে স্বভাব) তাহা নির্জীব (জড়) পদার্থ। বৈজ্ঞানিকের গৃহস্থিত পঞ্চ-ভূতেরই স্বভাব, অতএব তাহা জড়। পৃথিবীর সর্ব্বত্রই অম্ল-জন ও জলজন বাষ্প এবং তাপ আছে, অতএব শূন্যে বীজ রাখিলে অঙ্কুরোদ্গম হয় না কেন? নিরস মৃত্তিকায় বীজ বপন করিলে বৃক্ষ জন্মায় না কেন?

ঐ বীজে কি অম্লজান ও জলজান বাষ্প লাগে না? না সূর্য্য তাপে ঐ বীজ তাপ প্রাপ্ত হয় না?—অম্লজন ও জলজন বাষ্প এবং তাপ জলের কারণ; তবে সেই বাষ্পদ্বয় ও তাপ সত্ত্বেও কেন জল ভিন্ন বীজ হইতে অঙ্কুর বাহির হয় না?—অম্লজান জলজান বাষ্প এবং তাপ হইতে যে জল উৎপন্ন হয়, তাহাই বীজ হইতে অঙ্কুরোদ্গমের কারণ; অতএব বীজ হইতে অঙ্কুর জন্মাইবার কারণ নির্ণয় করিতে হইলে, অম্লজান ও জলজান বাষ্প এবং তাপ তাহার কারণ বলা যাইতে পারে না, জলই অঙ্কুরের পূর্ব্ববর্ত্তী কারণ, অম্লজান, জলজান ও তাপ জলের পূর্ব্ববর্ত্তী কারণ। সেইরূপ প্রাচীন দার্শণিকগণ সজীব পদার্থের পূর্ব্ববর্ত্তী কারণ যে পঞ্চভূত তাহাই নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। অতএব পঞ্চভূতের জলভূত বীজ হইতে অঙ্কুরোদ্গমের "পূর্ব্ববর্ত্তী কারণ" হইয়া নববিজ্ঞানাবিষ্কৃত জলের

" পূর্ব্ববর্ত্তী কারণ "; অম্লজান ও জলজান এবং তাপ ভূতকে স্থান ভ্রষ্ট করিয়া পৈত্রিক আসন গ্রহণ করিল; সেইরূপ মৃত্তিকার "পূর্ব্ববর্ত্তী কারণ" শিলিকন, অলুমিনার, অম্লজান, পটাস, সোডিয়াম, লবণ প্রভৃতি অনেকগুলিন ভূতকে তাড়াইয়া বীজ হইতে অঙ্কুরোদ্গমের অপর একটী "পূর্ব্ববর্ত্তী কারণ" মৃত্তিকা স্বস্থান পাইল;—অর্থাৎ সজীব পদার্থের "পূর্ব্ববর্ত্তী কারণ" পঞ্চভূত, এবং নির্জীব পদার্থের (পঞ্চভূতের) "পূর্ব্ববর্ত্তী কারণ" বৈজ্ঞানিকের সাতষট্টী ভূত। বালক বিজ্ঞান, তুমি যে তত্ত্ব (পঞ্চভূত) নির্ণয় করিতে অগ্রসর হইয়াছে, তোমার কত পূর্ব্বে প্রাচীন দর্শন সেই তত্ত্ব (পঞ্চভূত তত্ত্ব) নির্ণয় করিয়াছিলেন,—তুমি কখন বলিতেছ "ঈশ্বর নাই" আত্মা নাই",—আজও কি তুমি পঞ্চভূতের "স্বরূপ তত্ত্ব" নির্ণয় করিতে পারিয়াছ?—যে দিন পঞ্চভূতের "স্বরূপ তত্ত্ব" নির্ণয় করিতে পারিবে, সেই দিন বলিবে, ঐ ঈশ্বর বলিতেছেন, "আমি আছি! আমি আছি! আমি আছি!"—পঞ্চভূতই সজীব ভূতের পূর্ব্ববর্ত্তী কারণ, রক্ত চক্রাণু (প্রোটোপ্লাসম্ ও তাপ) আত্মা নহেন, আত্মা অবিনাসী নিত্য এবং সুখস্বরূপ, আত্মা হইতেই সজীব জগতের জ্ঞান; ওয়াট সাহেবের ষ্টিম্ এন্‌জিনের মত প্রোটোপ্লাসম্ ও তাপ সজীব জগতের প্রাণময় এন্‌জিন এবং অজ্ঞান (জড়)—বল দেখি, তুমি ও বৃদ্ধ দর্শন তোমাদের উভয়ের মধ্যে কে দূর-তত্ত্ব দর্শী? সজীব জগৎ সহজেই নির্জীব

জগতের তত্ত্ব নির্ণয় করিতে পারে, কিন্তু আপনি আপনার তত্ত্ব নির্ণয় করা বড়ই কঠিন। বিজ্ঞান, তুমিত নির্জীব তত্ত্ব একপ্রকার নির্ণয় করিয়াছ, কিন্তু বল দেখি, সজীব তত্ত্ব কিছু পাইয়াছ? যে তত্ত্ব নির্ণয় করিতে তুমি বিচলিত হও, তোমার বুদ্ধি ভ্রান্ত হয়, এবং জ্ঞান অন্ধ হয়, সেই তত্ত্ব তোমার কত পূর্ব্বে প্রাচীন দর্শন স্থির চিত্তে অভ্রান্ত বুদ্ধিতে এবং জ্ঞান চক্ষু দ্বারা নিরাকৃত করিয়াছেন। কে বলে যে, নববিজ্ঞানাবিষ্কৃত জৈবনিক (অম্লজান, জলজান, অঙ্গার জান এবং যবাক্ষারজানের রাসায়নিক সংযোগ) তত্ত্ব প্রাচীন দর্শনবিদ্‌গণ জানিতেন না? কে বলে যে, নির্জীব জগতের সাতষট্টিভূত তত্ত্ব তাঁহারা জানিতেন না? কে বলে, যে, তাঁহারা জানিতেন না যে, "রক্ত চক্রাণু ও বর্ণহীন চক্রাণু সহ শরীরাভ্যন্তরস্থিত তাপ সংযোগে তাহা সজীব পদার্থ হয়?" গ্যালভ্যানিক ব্যাটারি এবং ওয়াটস্ ষ্টিম্ এন্‌জিনও যাহা, নববিজ্ঞানাবিষ্কৃত প্রোটো প্লাসম থিয়রীও তাহা; অর্থাৎ রক্ত চক্রাণু ও বর্ণহীন চক্রাণু সহতাপ যোগে যে সজীবত্ব (শুক্র কীটাণু) তাহার জ্ঞান (চৈতন্য) অভাব। বালক বিজ্ঞান, বৃদ্ধ দর্শন এক দিন তোমার ঐ "প্রোটোপ্লাসম্ থিয়রী" তত্ত্ব নির্ণয় করিয়াছিলেন, এবং জ্ঞান (চৈতন্য) অভাব দেখিয়া জীবনী (প্রাণময় কোশ—Vital) শক্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। নড়িলে চড়িলে, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সংকোচ ও বৃদ্ধি করিলে যদি "জ্ঞানযুক্ত সজীব" পদার্থ

হয়, তাহা হইলে গ্যালভ্যানিকব্যাটারি, ওয়াটস্ ষ্টিম্ এন্‌জিন, সোডাওয়াটার, বজ্রধরের বজ্র, জল, বায়ু অগ্নি প্রভৃতি সকলই "জ্ঞানযুক্ত সজীব" পদার্থ। ইহা আর বুঝাইতে হইবে না, যে, যাহা নড়ে চড়ে, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সংকোচ বৃদ্ধি করে, তাহা "জ্ঞানযুক্ত সজীব" পদার্থ নহে, 'জ্ঞান শূন্য "নির্জীব" পদার্থ। নির্জীব (জড়) জগতের তত্ত্ব নির্ণয় করা, বালক বিজ্ঞান, তোমারই কর্ত্তব্য কর্ম্ম; তুমি যে সকল তত্ত্ব নির্ণয় করিতে অপারক, বৃদ্ধ দর্শন সেই সকল তত্ত্ব তোমাকে উপদেশ দিবেন; অর্থাৎ জ্ঞানযুক্ত সজীব তত্ত্ব বৃদ্ধ দর্শনের নিকট শিক্ষা কর, তিনি যাহা উপদেশ দিয়াছেন (বেদান্ত দর্শন) তাহা বিশ্বাস কর; বাপু, জ্ঞানযুক্ত সজীব তত্ত্ব তোমার বুদ্ধিতে আসিবে না, বৃদ্ধের কথাই বিশ্বাস করিতে হইবে, আজ না কর, দুদিন পরে করিতে হইবে। অতএব মিছা আর বুড়র সহিত হুজ্জত করো না, যে, "সাতষট্টি ভূত তত্ত্ব জান না, জৈবণক তত্ত্ব জান না, প্রোটোপ্লসম্ থিয়রী তত্ত্ব জান না।"—বিজ্ঞান, যে তোমার ঐ সকল তত্ত্ব বিশেষ রূপে না জানে, সে কি কখনো "জ্ঞানযুক্ত সজীব তত্ত্ব" নির্দ্দেশ করিতে পারে?—বালক, তুমি যেন বলিও না, যে, "আমার নির্জীব জগৎ হইতে যদি জ্ঞানযুক্ত সজীব জগৎ স্বতন্ত্র, তবে আমার নির্জীব জগতের সাহায্য ভিন্ন সাধীন ভাবে কার্য্য করিতে পারে না কেন?"—ক্ষুদ্রাণু দর্শন করিতে হইলে, চক্ষু কেন

অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্য গ্রহণ করে?—তেমনই জ্ঞান-যুক্ত সজীব জগতকে নির্জীব জগতের সহিত কার্য্য (জড়জ্ঞান লাভ—রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ শব্দ, ইত্যাদি) করিতে হইলে; নির্জীবের (জড়ের) সহায়তা আবশ্যক করে। শেষ কথা, প্রাচীন দর্শন যে সকল তত্ত্ব নির্ণয় করিয়াছেন, বিজ্ঞান, তুমি তাহার নিকটেও যাও নাই; তুমি বল, "নিশ্বাস প্রশ্বাস ভিন্ন সজীব পদার্থের জীবন থাকে না;" বৃদ্ধ দর্শন বলেন, "বিনা নিশ্বাস প্রশ্বাস দীর্ঘকাল জীবন রক্ষা হয়;" তুমি বল, "ষ্টার্চ, গ্লুটেন ও তৈলাক্ত পদার্থ ভিন্ন জীবের স্থূলদেহ রক্ষা হয় না," বৃদ্ধ দর্শন বলেন, "মৃত্তিকা আহার ও অনাহারেও স্থূলদেহ রক্ষা হয়;" তুমি বল, "স্থূল দেহ শূন্যে থাকিতে পারে না;" প্রাচীন দর্শন বলেন, "স্থূলদেহ শূন্যে যথেচ্ছা বিচরণ করিতে পারে;" বৃদ্ধদর্শন তোমার অপেক্ষা অনেক বিষয়ে দূর-তত্ত্বদর্শী, তুমি আর তাঁহাকে অবজ্ঞা করিও না। যিনি ইহলোকে সুখেচ্ছা করেন, তিনি বাস্তক বিজ্ঞান মানিয়া চলুন, এবং যিনি পরলোকে সুখ (আত্মার উন্নতি) চাহেন, তিনি প্রাচীন দর্শন মানিয়া চলুন।

৬ প্রঃ। ত্রিগুণের ক্রিয়া কি?

উঃ। সত্ত্ব—প্রকাশশীল অর্থাৎ যে গুণ আত্মাকে প্রকাশ করে। সত্ত্বগুণে বৈরাগ্য, বিবেক, দয়া, ক্ষমা; এবং ঔদার্য্যাদি ভাব উপস্থিত হয়।

রজঃ।—ক্রিয়াশীল অর্থাৎ যে গুণ হইতে কর্ম্মে প্রবৃত্তি

হয়। রজঃগুণের ক্রিয়াই কাম, ক্রোধ, লোভ এবং বিষয়ানুরাগ।

তম।—স্থিতীশীল অর্থাৎ যেগুণ হইতে মোহ হয়। তমগুণের বিকারই নিদ্রা, আলস্য, তন্দ্রা, ভ্রান্তি এবং মোহ।

৭ প্রঃ। জাতি কি?

উঃ। সত্ত্ব, রজঃ ও তম গুণের কর্ম্ম হইতে জাতি উৎপন্ন হয়। মহাভারত শান্তিপর্ব্বে ১৮৮ অধ্যায় দেখ।

৮ প্রঃ। বেদ কি নিত্য?

উঃ। ঈশ্বরের স্তুতি ও গুনকীর্ত্তন স্বাভাবিক, বুদ্ধির পরিণাম (ফল) নহে, নিত্য স্বভাবজাত; অতএব বেদ নিত্য। এক্ষণে সন্দেহ হইতে পারে, যে ঈশ্বরোদ্দেশে বেদে নানা ভাব কেন? ঈশ্বর চিন্তা করিতে গিয়া মানুষের মনে যত প্রকার ভাবের উদয় হয়, সেই সমস্তের পরিচয় দিতেছে।

ইতি সাস্ত্রসমন্বয়।

সৃষ্টিতত্ত্ব।

"ইদং নাস্তি কিঞ্চনঃ।"

১ প্রঃ। এই বিশ্ব কি কেহ সৃষ্টি করিয়াছেন?

উঃ। ইহা অবশ্যই সৃজিত।

২ প্রঃ। কে সৃষ্টি করিয়াছেন?

উঃ। পরম ব্রহ্ম।

৩ প্রঃ। কুম্ভকারের ঘট নির্ম্মাণের মত কি তিনি বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছেন?

উঃ। না, কুম্ভকারের মত পরম ব্রহ্ম সৃষ্টি কার্য্যে লিপ্ত নহেন।

৪ প্রঃ। ন্যায় দর্শন,—ষোলটি দ্রব্য ও তিনটি কারণ হইতে জগৎ—ইহা কি বিশ্বাস যোগ্য নহে?

উঃ। ন্যায়ানুমোদিত দ্রব্য সকলও সৃষ্ট; এক অনাদি কারণ হইতে এই সৃষ্টি; ন্যায় দর্শন কর্ত্তা তাহা ত্রিবিধ (নিমিত্ত, সমবায়ী এবং অসমবায়ী) নির্ণয় করিয়াছেন।

৫ প্রঃ। সাংখ্য দর্শন,—পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব এবং প্রকৃতি হইতে সৃষ্টি, তাহা সত্য নহে?

উঃ। প্রকৃতি অবশ্যই সৃষ্টির কারণ, সাংখ্যানুমোদিত পঞ্চবিংশতি তত্ত্বও সৃষ্ট।

৬ প্রঃ। তবে কি নিয়মে সৃষ্টি হইয়াছে ?

উঃ। * পরম ব্রহ্ম হইতে প্রকৃতি (মায়া)র বিকাশ, প্রকৃতি হইতে মহতত্ত্ব (বুদ্ধি)র বিকাশ, মহতত্ত্ব হইতে অহঙ্কারের বিকাশ, অহঙ্কার হইতে মন, চক্ষুরাদি দশ ইন্দ্রিয়, এবং পঞ্চ তন্মাত্র (সূক্ষ্ম পঞ্চ মহাভূত) উৎপন্ন হয়, সূক্ষ্ম মহাভূত হইতে রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, এবং শব্দ (পঞ্চ স্থূল মহাভূত) সমুৎপন্ন হয়। এই স্থূল মহাভূত হইতে এই স্থূল দেহের সৃষ্টি হয়।

৭ প্রঃ। পরম ব্রহ্মের ঐশর্য্য প্রকাশ জন্য কি প্রকৃতির বিকাশ ?

উঃ। ভৃত্য তাহার প্রভুর মহিমা (ঐশর্য্য) বিশেষ জানে, প্রভুকে নিজ গৌরব প্রকাশ জন্য কোন বিশেষ যত্ন করিতে হয় না, আর তাহাই যদি হয়, ব্রহ্মে কি প্রকারে ইহা সম্ভব ?—তাহা হইলে তাঁহাতে অহঙ্কার আইসে, অহঙ্কার হইলেই ব্যভিচার দোষ আসিল।

৮ প্রঃ পরম ব্রহ্মের আনন্দ বর্দ্ধনের জন্যই কি প্রকৃতির বিকাশ ?

উঃ। তিনি পূর্ণ, তাঁহাতে কি আনন্দের অভাব আছে।

৯ প্রঃ। তবে কি প্রকৃতি তাঁহার ইচ্ছা ?

উঃ। পরম ব্রহ্মের আবার ইচ্ছা কি ?—যেমন ইতিপূর্ব্বে একজন কবির ক্ষমতা ছিল না যে, কাব্য লেখেন, ঐরূপ ক্ষমতা পাইবা মাত্রেই কাব্য লিখিতে ইচ্ছা হইল, এবং সেই

---

* ব্রহ্ম তত্ত্ব ৩ প্রঃ উঃ দেখ।

ইচ্ছাই কার্য্য প্রসব করিল; সেইরূপ সৃষ্টির পূর্ব্বে ব্রহ্মের শক্তি ছিল না যে, বিশ্ব সৃষ্টি করেন. সেই সৃষ্টি শক্তি (প্রকৃতি) প্রাপ্ত হইবা মাত্রেই সৃষ্টি আরম্ভ করিলেন, তাহা হইলে তাঁহার সৃষ্টি শক্তি (প্রকৃতি) অন্য হইতে আসিতেছে, এবং একটি আদিও আছে.; অতএব প্রকৃতি পরম ব্রহ্মের ইচ্ছা নহে। যদি বল, ঐ ইচ্ছা তাঁহাতেই ছিল, যেমন পিতার অঙ্গে বীর্য্য থাকে, তিনি সৃষ্টির পূর্ব্বে কার্য্যে পরিণত করেন নাই; তাহা হইলে তাঁহাতে সংকল্প বিকল্প আসিতেছে, ব্রহ্মের সংকল্প বিকল্প সম্ভব নহে।

১০ প্র। ইহাতে স্পষ্ট জানা যায়, যে ইচ্ছা শক্তি, ক্রিয়া শক্তি, এবং জ্ঞান শক্তি প্রকৃতির গুণ, ব্রহ্মে তাহা নাই' তবে প্রকৃতি কি ব্রহ্মের বিকার?

উঃ। ব্রহ্মের কোন বিকার হইতে পারে না, নিরাকার কি কখন সাকার হইতে পারে? জ্ঞান কি কখন অজ্ঞান হইতে পারে?—প্রকৃতি তাঁহার বিকার নহে।

১১ প্রঃ। তবে প্রকৃতি কি?

উঃ।. পরমাত্মা সত্তা (বিদ্যমানতা) হইতে প্রকৃতির বিকাশ, অর্থাৎ যেরূপ মহাকাশ সত্তা হইতেই ক্ষিতি, জল, বায়ু এবং তেজঃ ভূত সকল সমুৎপন্ন হয়, অথচ আকাশ ভূতের স্বভাব অভাব হয় না; সেইরূপ ব্রহ্ম সত্তা (বিদ্যমানতা) হইতে প্রকৃতি সমুৎপন্ন হয়। অর্থাৎ যেরূপ এক বা পরমাণু সমষ্টির রূপ ও গুণ পৃথক হইলেও তাহারা

স্বরূপতঃ আকাশ ভিন্ন আর কিছুই নহে; এবং ঐ পরমাণু সকল হইতে আকাশ বাহির করিয়া লইলে, পরমাণু সকলের আর বিদ্যমানতা থাকে না; আকাশে পরমাণু সকল সমুৎপন্ন হইলেও আকাশের ধর্ম্মের অভাব (বিকার) হয় না, সেইরূপ ব্রহ্মসত্তা হইতে প্রকৃতি সমুৎপন্ন হইলেও ব্রহ্মের অভাব (বিকার) হয় না। নিত্যসত্তা (বিদ্যমানতা) হইতে প্রকৃতির বিকাশ হইলেও প্রকৃতি নিত্য সত্তার ন্যায় সৎবস্তু নহে, অর্থাৎ যেরূপ মহাকাশভূত হইতে ক্ষিতি, জল, বায়ু এবং তেজঃ মহাভূতের বিকাশ হইলেও তাহারা আকাশ ভূতের ধর্ম্ম প্রাপ্ত হয় না, সেইরূপ পরমাত্মা হইতে প্রকৃতি বিকাশ হইলেও পরমাত্মার ধর্ম্ম প্রাপ্ত হয় না। অপিচ কার্য্যে কারণ আছে, কিন্তু কারণে কার্য্য নাই, যেমন ঘটে মৃত্তিকা আছে, কিন্তু মৃত্তিকায় ঘট নাই, তেমনই প্রকৃতি (বিশ্বে) তে ব্রহ্ম আছেন, কিন্তু ব্রহ্মে প্রকৃতি (মায়া) নাই।

১২ প্র। তাহা হইলে প্রকৃতি কি অনিত্য?

উ। * যাহা নিত্য বস্তু, তাহার কি কখন অভাব হয়?— এই বিশ্ব একদিন ছিল না, এখন আছে, আবার একদিন থাকিবে না; অতএব কার্য্য অনিত্য ও অভাব হইলে, কারণও অবশ্য

---

* অব্যক্তাদীনি ব্যক্ত মধ্যানি ভারত।
অব্যক্তনিধনান্যে বেত্যাহ কৃষ্ণোর্জ্জুনং প্রতি॥"
"নামানি বিশ্বানি ন সন্তি লোকে যদাবিরাসীদনিত্যস্য সর্ব্বম্।
নামানি সর্ব্বানি যমাবিশন্তি তং বৈ বিষ্ণুং পরমুদাহরন্তি।"

অনিত্য এবং অভাব হইবে। অপর একটি হেতু এই যে, দুইটি বস্তুর নিত্য বিদ্যমানতা থাকিলে, দুইটিই সান্ত পদার্থ হয়; পরমাত্মা ও প্রকৃতির নিত্য বিদ্যমানতা থাকিলে, পরমাত্মা অনন্ত হইতে পারেন না।

১৩ প্র। ভাল, যখন ব্রহ্মসত্তা হইতে প্রকৃতির বিকাশ হয়, তখন ব্রহ্ম কি সান্ত হন?

উ। যেরূপ এক বা পরমাণু সমষ্টির পৃথক পৃথক বিদ্যমানতা থাকিলেও, এক আকাশ ভিন্ন তাহাদের আর স্বতন্ত্র বিদ্যমানতা নাই, চারিটি স্থূল মহাভূতই এক স্থূল আকাশ ভূতে বিদ্যমান আছে, আকাশের কোন বিকার বা অভাব হয় নাই; সেইরূপ প্রকৃতির স্বতন্ত্র সত্তা থাকিলেও, প্রকৃতি এক পরম ব্রহ্মে বিদ্যমান আছে, পরম ব্রহ্মের বিকার বা অভাব হয় নাই। অর্থাৎ ক্ষিতি, জল, বায়ু এবং তেজঃ থাকিলেও আকাশ সান্ত পদার্থ হয় না, যে আকাশ সেই আকাশই থাকে; তেমনই প্রকৃতি বিদ্যমান থাকিলেও, ব্রহ্ম সান্ত হন না, অনন্তই থাকেন। এবং ক্ষিতি, জল, বায়ু ও তেজের রূপ গুণ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র হইলেও, আকাশের রূপ গুণ অভাব হয় না; ত্রিগুণাত্মীকা প্রকৃতি থাকিলেও ব্রহ্মের নির্গুণত্ব অভাব হয় না।

১৪ প্র। আকাশ কি?

উঃ। এই জগতের ব্যাপকতাই আকাশ। স্বরূপতঃ আকাশ = অবকাশ, অবকাশ = অভাব (অসদ্বস্তু)—অতএব ইহা আর প্রমাণ করিতে হইবে না যে, জগৎও অসদ্বস্তু।

১৫ প্রঃ। কাল কি?

উঃ। এই জগতের অবস্থিতিই কাল। কিন্তু জগৎ অসৎ (অভাব) বস্তু, অতএব কালও অসৎ জানিবে।

ইতি সৃষ্টি তত্ত্ব।

পদার্থ তত্ত্ব।

" সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম। "

১ প্রঃ। পদার্থ কাহাকে বলে ?

উঃ পদার্থের সাধারণ অর্থ ইন্দ্রিয়গোচর বস্তু, কিন্তু যাহা গুণের আধার তাহাই পদার্থ।

২ প্রঃ। পদার্থ কয় প্রকার ?

উঃ। পাঁচ প্রকার,—স্থূল, (পঞ্চ মহাভূত) সূক্ষ্ম, (মনঃ বুদ্ধি অহঙ্কার চিত্ত) ভাব, (অন্তঃকরণবৃত্তি) শক্তি, (প্রকৃতি) এবং নিরাকার (পরমব্রহ্ম)।

৩ প্রঃ। ঐ পদার্থ পাঁচটির ধর্ম্ম কি ?

উঃ। * স্থূল, সূক্ষ্ম, ভাব, এবং শক্তির ধর্ম্ম জড় অতএব অচেতন ; এবং নিরাকার ধর্ম্ম চৈতন্য।

---

* স্থূল, সূক্ষ্ম, ভাব এবং শক্তির ধর্ম্ম (স্থিরগুণ) " অভাব " (" অসত্তা ") " জড়তা " (" অজ্ঞান ") এবং " দুঃখ "। খপুষ্প ও শশশৃঙ্গাদির ন্যায় জগৎ " অভাব " (" অসত্তা ")—অর্থাৎ যেরূপ খপুষ্প ও শশশৃঙ্গ অলিক শব্দ মাত্র, প্রকৃত বস্তু " অভাব, " সেইরূপ প্রকৃতি (মায়া) ও তাহার কার্য্য (জগৎ ও জীব) অলিক (অভাব) পদার্থ।

৪ প্রঃ। জড় হইতে কি সূক্ষ্ম পদার্থ উৎপন্ন হয় ?

উঃ। সূক্ষ্ম পরমাণু হইতে স্থূল, এবং স্থূল হইতে সূক্ষ্ম পদার্থ উৎপন্ন হয়। সৃষ্টি ৬ প্রঃ উঃ দেখ।

৫ প্রঃ। ভাল, সূক্ষ্ম পরমাণু কি নিরাকার ?

উঃ। পরমাণু মাত্রেই সাকার, তবে স্থূলের (aggregation of atom) ন্যায় সাকার নহে ; অর্থাৎ দর্শনেন্দ্রিয়ের অগোচর (invisible)—যাহার অস্তিত্ব আছে, তাহারই আকার আছে, সেই সকল আকার ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ইন্দ্রিয়ের গোচর (পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং মনঃ সর্ব্বাপেক্ষা সূক্ষ্ম পদার্থ এবং নিরাকার জ্ঞাত হইবার ইন্দ্রিয়) জানিবে। "নিরাকার" বলিলে বুঝিতে হইবে যে, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের অগোচর ও অজ্ঞাত, মনও

মৃত্তিকাদি ভূতমাত্রের যে অজ্ঞান, তাহাই জড়তা ; এবং পঞ্চ ভূতের বিকারজ যে স্থূল দেহ ও লিঙ্গ শরীর (অন্তঃকরণ) তাহাতেই জগতের "দুঃখ" ধর্ম্ম প্রকাশ পায়। এই অন্তঃকরণ ত্রিবিধ, যথা,—তম যুক্ত (মূঢ়) রজঃযুক্ত (ঘোর) এবং সত্ত্বযুক্ত (শান্ত)—মূঢ় ও ঘোর অন্তঃকরণ বৃত্তিই সমল জল ও মলিন দর্পণের মত, ইহাতেই জীবের নানা প্রকার দুঃখ চিত্রিত হয়, শান্ত অন্তঃকরণবৃত্তি নির্ম্মল জল ও সচ্ছদর্পণের মত, ইহাতেই "সুখ" (এখানে সুখ অর্থে বুঝিতে হইবে যে, "আত্ম-জ্ঞান" রূপ সুখানুভব, দুঃখের অভাব সুখ, বিষয়ানন্দ নহে। ফল, যেরূপ জীবচৈতন্য ব্রহ্মচৈতন্যের "আভাস-চৈতন্য," সেইরূপ বিষয়ানন্দ ও ব্রহ্মানন্দের "অভাসানন্দ") প্রকাশিত হয়।

তাহা জ্ঞাত হইতে পারে না ; সকল সূক্ষ্ম পরমাণু হইতে সূক্ষ্ম, ভাব, এবং শক্তি পদার্থ হইতেও সূক্ষ্ম। যোগী বাহ্য ও অন্তঃকরণ রহিত হইলে, বুদ্ধি দ্বারা নিরাকারের আভাস মাত্র জ্ঞাত হন ; কিন্তু যে যোগী অপরক্ষ জ্ঞান লাভ করিয়াছেন তিনি "নিরাকার" সম্যক রূপ জ্ঞাত হইয়াছেন। চিন্ময় পুরুষই প্রকৃত "নিরাকার" জানিবে।

৬ প্রঃ। জড় জগতের অধর্ম্ম কি ?

উঃ। কি জড়, কি সূক্ষ্ম, পদার্থ মাত্রেরই অধর্ম্ম আছে ; অর্থাৎ পদার্থের যে সকল অস্থির গুণ তাহা অধর্ম্ম,—রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ, পরিমাণ, পৃথকত্ব, সংখ্যা, বিয়োগ, দ্রবত্ব, ইত্যাদি সকলই অস্থির গুণ, প্রলয় কালে থাকে না। অতএব স্থূল, সূক্ষ্ম, ভাব এবং শক্তি এই চার প্রকার পদার্থই অধর্ম্ম (অস্থির) কেবল জড় (অচেতন) ধর্ম্ম (স্থির)—পদার্থ অভাব হইলে, জড় (অচেতন) পদার্থের * উপাদান কারণে লয় হইয়া থাকে।

প্রঃ। শক্তির ধর্ম্মাধর্ম্ম কি ?

উঃ। শক্তির ধর্ম্ম (স্থির গুণ) শক্তি, যেরূপ কি স্থূল, কি সূক্ষ্ম, পদার্থ মাত্রেরই উপাদান আকাশ, সেইরূপ সকল শক্তির শক্তি অদ্যাশক্তি (প্রকৃতি) জানিবে। যেরূপ ভূতচতুষ্টয় অভাব হইলে কেবল এক উপাদান মহাকাশ থাকে, সেইরূপ পদার্থের সহিত পদার্থগত শক্তি অভাব হইলে, এক মহাশক্তি (প্রকৃতি)

---

* অসত্তা (অভাব)

থাকে। যেরূপ খণ্ডিকৃত কাল (পল, দণ্ড, দিবারাত্র, সপ্তাহ, মাস, বৎসর ইত্যাদি) অভাব হইলে, এক অখণ্ড কাল থাকে; সেইরূপ বিশ্ব অভাব হইলে, এক প্রকৃতি (মায়া) থাকে; এবং মহাপ্রলয়ে প্রকৃতি অভাব (লয়) হইলে, এক পরম ব্রহ্ম থাকেন।

ইতি পদার্থ তত্ত্ব।

জীবতত্ত্ব।

"অয়মাত্মা ব্রহ্ম।"

১ প্রঃ। জীব কয় প্রকার?

উঃ। উদ্ভিজ্জ, স্বেদজ, অণ্ডজ, এবং জরায়ুজ এই চারি প্রকার জীব, এই চার শ্রেণীর ভিতর অসংখ্য যোনী আছে।

২ প্রঃ। সকল জীব কি এক নিয়মে জাত?

উঃ। উদ্ভিজ্জ শ্রেণী পৃথিবী ভেদ করিয়া জন্মগ্রহণ করে, স্বেদজ স্বেদ (আবর্জ্জনা) হইতে, অণ্ডজ অণ্ড হইতে, এবং জারয়ুজ শ্রেণী পিতা মাতা হইতে একবারে মাংস-পিণ্ড (স্থূল দেহ) প্রাপ্ত হইয়া জন্মগ্রহণ করে।

৩ প্রঃ। চার শ্রেণী জীবেরই কি পঞ্চ কোষ সমান?

উঃ। সকল জীবেরই অন্নময় এবং প্রাণময় কোষ (জীবনী শক্তি) এক, কিন্তু মনোময় বিজ্ঞানময় এবং আনন্দময় কোষ সমান নহে; উদ্ভিজ্জ ও স্বেদজ জীবের মনোময় বিজ্ঞান-ময় এবং আনন্দময় কোষ অভাব; অণ্ডজ জীবের মনোময় কোষ আছে, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় কোষ নাই; এবং জরায়ুজ জীবের মধ্যে যাহারা চতুষ্পদ তাহাদেরও বিজ্ঞানময় এবং আনন্দময় কোষ অভাব, তবে অণ্ডজ জীবাপেক্ষা তাহা-দের মনোময় কোষ প্রবল জানিবে, কেবল জরায়ুজ জীব মধ্যে

মনুষ্যেরই পঞ্চ কোষ আছে, কিন্তু সকল মনুষ্য শরীরে ঐ কোষ পঞ্চ সমান বলবৎ নহে; সত্ত্ব, রজঃ, তম; গুণের ইতর-বিশেষ হইতে ঐ কোষ সকলের ইতরবিশেষ হয়।

৪ প্রঃ। সকল জীবেরই কি "আত্মা" এক?

উঃ। যেরূপ ঘটের অবয়ব বিভিন্ন হইলেও ঘটাকাশ একই, কোন প্রভেদ নাই, সেইরূপ জীব (স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহ) বিভিন্ন হইলেও "আত্মা" ভিন্ন নহে, একই জানিবে।

৫ প্রঃ। জীব (স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীর) কি নিয়মে উৎপন্ন হয়।

উঃ। পঞ্চ মহাভূতে (জড় জগতে)র বিকার জীব দেহ পদার্থ মাত্রেই পদার্থের বিকার,—পঞ্চ মহাভূতের প্রথম বিকার উদ্ভিদ্ জীব, দ্বিতীয় বিকার স্বেদজ জীব, তৃতীয় বিকার অণ্ডজ জীব, এবং চতুর্থ বিকার জরায়ুজ জীব; অর্থাৎ জড় জগৎ তৃণ লতা গুল্মাদি ও বৃক্ষ রূপে পরিণত হয়, তৃণ লতা গুল্মাদি ও বৃক্ষ স্বেদজ জীব রূপে পরিণত হয়, স্বেদজ জীব অণ্ডজ জীবে পরিণত হয়, এবং অণ্ডজ জীব জরায়ুজ জীবে পরিণত হয়। এইরূপ রূপান্তরকে আর্য্য পণ্ডিতগণ "যোনী-ভ্রমণ" (evolution) কহিয়াছেন।

৬ প্রঃ। ভাল, জড় জগৎ হইতে জীব উৎপন্ন হয়, ইহা কি সম্ভব?

উঃ। যে শক্তি প্রভাবে জড় জগৎ সমুৎপন্ন হইয়াছে, যে শক্তি প্রভাবে গ্রহ নক্ষত্রগণ নভোমণ্ডলে নিরন্তর ভ্রমণ করিতেছে

যে শক্তি প্রভাবে সাগর অগাধ জলরাশি দ্বারা পূর্ণ হইয়াছে, যে শক্তি প্রভাবে সূর্য্য তেজময় হইয়াছে; সেই শক্তি প্রভাবে জড় পদার্থ হইতে জীব সৃষ্টি হওয়া কি সম্ভব নহে?—জড় জগতই জীব দেহে পরিণত হয়।

৭ প্রঃ। ভাল, জড়জগৎ (পঞ্চভূত) জীবে পরিণত হইলে, কি তাহার জড় ধর্ম্মের অভাব হয়?

উঃ। পদার্থ সকলের যত রূপান্তর হয়, গুণেরও তত পরিবর্ত্তন হয়; যেমন ক্ষিতি ও জলাদির রূপান্তর একটি গোলাপ বৃক্ষ, বৃক্ষের রূপান্তর পত্র, পত্রের রূপান্তর পুষ্প পুষ্পের রূপান্তর রেণু, এবং রেণু সুগন্ধে পরিণত হয় চিন্তা করিয়া দেখ, যে ক্ষিতি ও জলাদি কত সূক্ষ্ম গন্ধে পরিণত হয়; যে বৃক্ষ ও পুষ্প হইতে ঐ সুগন্ধ উৎপন্ন হয়, তাহা একদিনেই নাশ প্রাপ্ত হইতে পারে, কিন্তু ঐ সুগন্ধ কৌশল দ্বারা পুষ্প হইতে মন্থন করিয়া লইলে, দীর্ঘকাল থাকে; অতএব "পুষ্প-গন্ধ" যে নিয়মে উৎপন্ন হয়, জীব ও সেই নিয়মের অধীন। জীব দুই ভাগে বিভক্ত, স্থূলজীব ও সূক্ষ্মজীব, যথা, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ প্রাণ, এবং পঞ্চ বায়ু স্থূলজীব (স্থূল-দেহ) মনঃবুদ্ধি অহঙ্কার চিত্ত সূক্ষ্ম জীব (সূক্ষ্ম দেহ); মথিত পুষ্প গন্ধের (আতর) ন্যায় সূক্ষ্ম জীব স্থূল জীব হইতে মথিত হয়। আধুনিক আত্ম-তত্ত্ব বিদ্‌গণও নির্ণয় করিয়াছেন, যে, স্থূল জীব হইতে সূক্ষ্ম জীব উৎপন্ন হয়; কিন্তু ঐ সূক্ষ্ম জীবকে তাহারা নিত্য আত্মা ("The

spirit is an organized form evolved by and out of the physical body, having corresponding organs and develapment. This spiritual being is immortal.”) কহিয়াছেন। স্বরূপতঃ স্থূল-শরীরই (পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ প্রাণ, এবং পঞ্চ বায়ু) স্থূল-জীব; এবং সূক্ষ্ম শরীরই (মনঃবুদ্ধি অহ-ঙ্কার চিত্ত) সূক্ষ্ম জীব; ঐ সূক্ষ্ম-শরীর স্থূল দেহ অপেক্ষাস্থায়ী বটে, কিন্তু আত্মা নহে; স্থূল শরীর নাশ প্রাপ্ত হইলে, সূক্ষ্ম শরীর থাকে, এবং কর্ম্মানুসারে আত্মার অনুগামী হইয়া ফল ভোগ করে। সন্দেহ হইতে পারে যে, তবে আধুনিক আত্ম-তত্ত্ববিদ্‌গণ কেন সূক্ষ্ম দেহকে নিত্য এবং আত্মা বলিয়াছেন?—ইহার তাৎপর্য্য এই যে, সূক্ষ্ম শরীরের সহিত আত্মার যোগ, এবং সূক্ষ্ম শরীর যোগে স্থূল দেহের “আত্ম-জ্ঞান”, অতএব সূক্ষ্ম শরীরকেই “আত্মা” বলিয়াছেন। দ্বিতীয়ত আধুনিক আত্ম-তত্ত্ববিদ্‌গণ স্থূল জীব হইতেই আত্মা স্বতন্ত্র দেখিতে পান না, অতএব কেমন করিয়া সূক্ষ্ম জীব হইতে আত্মা স্বতন্ত্র দেখিবেন?—যে সকল কর্ম্ম দ্বারা স্থূল জীব হইতে সূক্ষ্ম জীব পৃথক, এবং সূক্ষ্ম-জীব হইতে আত্মা পৃথক দেখা যায়, আধুনিক আত্ম-তত্ত্ববিদ্‌গণ তাহা (যোগ) অভ্যাস করিলে কখন ওরূপ কহিতেন না। এক্ষণে জান যে, পঞ্চ মহা ভূত স্থূল ও সূক্ষ্মজীবে পরিণত হইলেও তাহার জড় ধর্ম্ম থাকে, কারণ পদার্থ মাত্রের স্থির গুণই ধর্ম্ম; আর একটি কারণ এই যে, যেরূপ অল্প জল পূর্ণ কোন পাত্র “আকাশাবভাস” যোগে, গভীর

অতল জলরাশি পূর্ণ দেখা যায়, সেইরূপ স্থূলও সূক্ষ্ম জীব "চিদবভাস," যোগে আত্ম-জ্ঞান যুক্ত হয়, এবং জড় ধর্ম্মের অভাব দেখা যায়। কিন্তু স্বরূপতঃ যে অল্প জল-পূর্ণ পাত্র তাহাই আছে, এবং যে গভীর অতল আকাশাবভাস তাহাই আছে, কেহ কাহারও গুণ প্রাপ্ত
হয় নাই; কেবল জলের সচ্ছতা (অবভাস বা সাদৃশ্য প্রকাশ উপযোগী অবয়ব) ও ভ্রমবশত অল্প জলাধার গভীর অতল জলাধারের ন্যায় দেখা যায়; সেইরূপ স্থূল ও সূক্ষ্ম জীবের যে জড় ধর্ম্ম তাহাই আছে, এবং আত্মার যে ধর্ম্ম তাহাই আছে, কেহ কাহারও ধর্ম্ম প্রাপ্ত হয় নাই; কেবল সূক্ষ্ম জীবের সচ্ছতা (স্থূলজীবে মস্তিস্ক হইতে কণ্ঠাবধি দ্বাদশাঙ্গুলী ঐ সচ্ছতা) এবং অবিদ্যা প্রভাবে জড় ধর্ম্মযুক্ত জীব (স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহ) আত্মার ধর্ম্ম (চৈতন্য) যুক্ত হয় জানিবে।

৮ প্রঃ। উদ্ভিজ্জ, স্বেদজ, অণ্ডজ, এবং জরায়ুজ এই চার প্রকার জীবেই কি "চিদবভাস" প্রকাশ উপযোগী অবয়ব আছে?

উঃ। "চিদবভাস" উপযোগী অবয়ব অভাব হইলে, জীবের "আমিত্ব" (অহংজ্ঞান) অভাব হয়, কিন্তু জীব মাত্রেরই "আমি জ্ঞান" আছে, অতএব "চিৎ সাদৃশ্য (চিদবভাস) প্রকাশ উপযোগী সচ্ছতা (অবয়ব) আছে। কিন্তু তুমি ইহা নিশ্চয় জানিবে, যে, সেই অবয়ব সকল জীবের সমান নহে, অবশ্য ইতর বিশেষ আছে; অর্থাৎ উদ্ভিজ্জ

অপেক্ষা স্বেদজের অবয়ব শ্রেষ্ঠ, স্বেদজ অপেক্ষা অণ্ডজের অবয়ব শ্রেষ্ঠ, এবং অণ্ডজ অপেক্ষা জরায়ুজ জীবের অবয়ব শ্রেষ্ঠ, এবং জরায়ুজ জীবের মধ্যেও অনেক ইতর বিশেষ আছে, এমন কি প্রত্যেক জরায়ুজ জীব ভেদে ঐ অবয়ব ভেদ আছে। পূর্ব্বে বলিয়াছি, যে জীব দুই ভাগে বিভক্ত, স্থূলজীব (স্থূলশরীর) ও সূক্ষ্ম জীব (সূক্ষ্ম শরীর)—ঐ স্থূল জীবই স্থূলাবয়ব, স্থূলাবয়বই স্থূল-করণ (বাহ্য-করণ) এবং সূক্ষ্ম জীবই সূক্ষ্মাবয়ব, সূক্ষ্মাবয়বই সূক্ষ্ম-করণ (অন্তঃকরণ) জানিবে।

৯ প্রঃ। ভাল, জড় জগতেও কি "চিদবভাস" প্রকাশ উপযোগী সচ্ছতা (অবয়ব) আছে?

উঃ। যদি জড় জগতে না থাকিত, তাহা হইলে জীবে কোথা হইতে আসিল?—যদি বালুকা ও ক্ষারে সচ্ছতা না থাকিত, তাহা হইলে কি কাচ সচ্ছ হইত?—ইন্ধনে যদি অগ্নি না থাকিত, তাহা হইলে কি ইন্ধন অগ্নি হইত?

১০ প্রঃ। জীবের ধর্ম্ম কি?

উঃ। পঞ্চ মহাজড় হইতে যাহার বিকাশ,

তাহার ধর্ম্ম অবশ্য জড় হইবে, তবে স্থূলজীব নাশ প্রাপ্ত হইলেও সূক্ষ্মজীব থাকিয়া ইহলোকে বা পরলোকে বারম্বার স্থূলজীব প্রাপ্ত হইয়া সুখদুঃখ ভোগ করে।

১১ প্রঃ। সূক্ষ্ম জীব কেন বারম্বার স্থূলজীবাশ্রয় করিয়া জন্ম মৃত্যু জরা ভোগ করে?

উঃ। অবিদ্যা এবং অজ্ঞান বশত স্থূলজীবের কর্ম্ম ও

বাসনা সূক্ষ্মজীবে আরূঢ় থাকে, সেই কর্ম্ম ও বাসনা হইতে বারম্বার স্থূলজীবাশ্রয় করে।

১২ প্রঃ। তুমি পূর্ব্বেই বলিয়াছ, যে জড় জগৎ হইতে জীব (স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীর) উৎপন্ন হয়, এবং জীবের ধর্ম্ম জড়, অতএব অভ্যাস যুক্ত কর্ম্ম ও বাসনা স্মরণ থাকা কিরূপে সম্ভব?

উঃ। "চিদবভাস" ("চিৎ-সাদৃশ্য") হইতে জীবের (স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরে) "আমিত্ব" (অহং জ্ঞান)—জীব এই "চিদবভাস" যোগে সুখ দুঃখ, শোক মোহ ইত্যাদি জ্ঞান প্রাপ্ত হয়; স্থূলজীব মৃত হইলে সূক্ষ্মজীব "চিদবভাস" যুক্ত থাকে, অতএব পূর্ব্ব জন্মের অভ্যাস যুক্ত কর্ম্ম ও বাসনা স্মরণ থাকে জানিবে।

১৩ প্রঃ। সূক্ষ্মজীব (সূক্ষ্ম শরীর) কিরূপ স্থায়ী?

উঃ। স্থূলজীবের মত ক্ষণভঙ্গুর নহে, নৈমিত্তিক প্রলয়ে নাশ (রূপান্তর) হয় না। অবিদ্যা এবং অজ্ঞানাবরণ হইতেই সূক্ষ্মজীবের স্থায়িত্ব জানিবে; যখন বিদ্যা এবং জ্ঞান (আত্মজ্ঞান) ঐ আবরণ মুক্ত করে, তখন সূক্ষ্মজীব নাশ প্রাপ্ত হয়।

১৪ প্রঃ। জাগ্রত স্বপ্ন এবং সুষুপ্তি অবস্থা কি বল?

উঃ। "চিদবভাস" যোগে স্থূল ও সূক্ষ্ম জীবে (স্থূলজীব+সূক্ষ্মজীব+চিদবভাস) যে অহংজ্ঞান (আমিত্ব) আইসে, তাহা জাগ্রতাবস্থা; স্থূলজীব হইতে সূক্ষ্মজীবের যে পৃথকত্ব তাহা স্বপ্নাবস্থা;—(স্থূলজীব—সূক্ষ্মজীব+চিদবভাস) স্থূল ও

সূক্ষ্মজীবের যে জড়ত্ব, এবং "চিদবভাস" হইতে তাহাদের যে পৃথকত্ব তাহাই সুষুপ্তি অবস্থা (স্থূলজীব+সূক্ষ্মজীব—চিদবভাস) জানিবে।

১৫ প্রঃ। দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইয়া দেও "চিদবভাস" (জীবের আমিত্ব) কি?

উঃ। * তুমি জান যে জড় জগতের রূপান্তর স্থূলজীব, স্থূল জীবের রূপান্তর সূক্ষ্মজীব, সেই সূক্ষ্ম জীবে চিন্ময় বিভুর "অবভাস" প্রকাশিত হয়, সেই "চিদবভাস" হইতে জীবের অহংজ্ঞান (আমিত্ব)—অতএব জীব (পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়+পঞ্চ—প্রাণ+পঞ্চ বায়ু+মনঃ+বুদ্ধি+অহঙ্কার+চিত্ত+চিদবভাস) যোগে স্ফটিক পাত্রে রক্ত জবার ন্যায় পরমাত্মা "জীবাত্মা" হন। যেরূপ বালুকা ও অঙ্গারের বিকারজ দর্পণে সূর্য্য-জ্যোতি ব্যাপ্ত থাকায়, সেই দর্পণ হইতে আভাস (সাদৃশ্য) জ্যোতি প্রকাশিত হইয়া অন্য পদার্থকে জ্যোতিষ্মান করে; সেইরূপ ব্রহ্ম (চিন্ময়পুরুষ) সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত থাকায় স্থূল জীবের বিকারজ সূক্ষ্ম জীবে "চিদবভাস" প্রকাশিত হইয়া জীবের চৈতন্য সম্পাদন করে; সেই "চিদবভাসই" "জীবাত্মা" (দ্বৈত চিৎ) ব্রহ্মই পরমাত্মা (অদ্বৈত চিৎ) যাহা অদ্বৈত, তাহা "আমি" ("অহং")· যাহা দ্বৈত, তাহা "তুমি" ("ত্বং") অতএব ব্রহ্মই স্বরূপতঃ "আমি" ("অহং") এবং "চিদবভাস"

---

* সূক্ষ্ম হইতে স্থূল, স্থূল হইতে সূক্ষ্ম—সৃষ্টিতত্ত্ব ৬ প্রঃ উঃ দেখ।

"তুমি" ("ত্বং") জানিবে। রক্ত জবা যোগে রঞ্জিত যে স্ফটিক পাত্র তাহা অবশ্য রক্তজবা নহে, "রক্তজবার আভাস" (Reflection) মাত্র, অতএব "তুমি" ("ত্বং") এবং রক্ত-জবা" "আমি" ("অহং,")—এইরূপে সামবেদীয় "তত্ত্বমসি" মহাবাক্যের ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাস দ্বারা "তস্য ত্বং অসি,"—"তুমি তাঁহার সেবক।" কিন্তু স্থূল ও সূক্ষ্ম জীবে ব্যাপ্ত যে চিন্ময়পুরুষ, ও সর্ব্বব্যাপী যে চিন্ময়পুরুষ তিনি একই, এবং তখন "তত্ত্বমসি" পদের অর্থ কর্ম্মধারয় সমাস দ্বারা "তৎ ত্বং ভবসি" "তুমি তিনি হও।" অর্থাৎ যেরূপ ঘটাকাশ ও মহাকাশ একই, কোন প্রভেদ নাই, সেইরূপ জড়জগতে বা স্থূল ও সূক্ষ্ম জীবে ব্যাপ্ত থাকিয়া যিনি (পরমাত্মা) তাহাদের স্বভাব (জড়ের জড়ত্ব, জীবের আমিত্ব) প্রকাশ করিয়াছেন, এবং যিনি (পরমাত্মা) সর্ব্বত্র সমান "স্বরূপে" ব্যাপ্ত আছেন, "তুমি" "তিনি" হও, বা "তিনি" "তুমি" হও। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই, যে জীব আপনাকে "তুমি" না বলিয়া, কেন "আমি" বলে?—যেরূপ দর্পণে পতিত সূর্য্যজ্যোতি হইতে যে আভাসজ্যোতি প্রকাশিত হয়, তাহা সূর্য্যজ্যোতি বলিয়া খ্যাত হইয়া থাকে, স্বরূপতঃ তাহা "সাদৃশ্য-জ্যোতি," এবং দর্পণে ব্যাপ্ত জ্যোতি স্বরূপতঃ "সূর্য্য-জ্যোতি", কিন্তু স্বরূপতঃ বস্তুই এক, ("আমি") এবং সাদৃশ্য বস্তু দুই ("তুমি") সেইরূপ জীব তুমি, এবং চিন্ময় পুরুষ আমি। ফল, আভাস জ্যোতির অস্তিত্ব

সূর্য্যজ্যোতি হইতে বলিয়াই আভাস জ্যোতি আপনাকে সূর্য্যজ্যোতি বলিয়া জানে; সেইরূপ জীবে আমিত্ব পরমাত্মা হইতে বলিয়াই জীব আপনাকে "আমি" এবং "জীবাত্মা" বলিয়া জানে। শঙ্করাচার্য্য এই ভ্রম অপনোদন করিয়াছিলেন, তাঁহার অদ্বৈতবাদের উদ্দেশ্যই যে, জীব "তুমি" পরমাত্মা "আমি" জীব "চিদবভাস" এবং পরমাত্মা "স্বরূপ-চিৎ"। সন্দেহ হইতে পারে, যে পরমাত্মা সর্ব্বব্যাপী হইয়া কেনই বা জড়-জগতের বিকারজ জীব শরীরে প্রকাশিত থাকেন? যেরূপ সূর্য্য-জ্যোতি সর্ব্বত্র সমান প্রকাশিত থাকিলেও দর্পণেই সাদৃশ্য-জ্যোতি প্রকাশ পায়; সেইরূপ পরমাত্মা সর্ব্বব্যাপী হইলেও জীবেই চিদবভাস প্রকাশ পায়; অর্থাৎ যেরূপ দর্পণের জ্যোতি বিকিরণ অবয়বই সাদৃশ্য জ্যোতির বিশেষ কারণ, সেইরূপ সূক্ষ্ম জীবই (মনঃ বুদ্ধি অহঙ্কার চিত্ত) চিন্ময় পুরুষের "চিৎ সাদৃশ্য" (চিদবভাস) প্রকাশের বিশেষ কারণ জানিবে। চিন্ময় পুরুষ সর্ব্বত্র সমান প্রকাশিত আছেন; জড়জগৎ ও জীব সকলের দর্পণের মত উপযুক্ত বিকিরণ অবয়ব অভাবই আমিত্ব প্রভেদের কারণ; জীব বিশেষে "চিদবভাস" (জীবাত্মা) প্রভেদ আছে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, মানবদেহে ব্রহ্ম-রন্ধ্র হইতে কণ্ঠাবধি দ্বাদশাঙ্গুলি সূক্ষ্ম জীব ঐ সূক্ষ্ম জীবে অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ জীবাত্মা (চিদবভাস) প্রকাশিত হয়; ঐ অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ জীবাত্মা প্রজ্জলিত দীপ-শিখার অণু সকল যেরূপ দীপে থাকিয়াই গৃহ উজ্জ্বল করে, সেইরূপ সূক্ষ্মদেহে (দ্বাদশাঙ্গুলি অবকাশে) থাকিয়া

স্থূল জীবকে (স্থূল শরীর) ব্যাপিয়া অবস্থিতি করে। কিন্তু যেরূপ দর্পণের অবয়ব প্রভেদ বশত আভাস জ্যোতিরও প্রভেদ হয়, সেইরূপ মানব মাত্রেরই সূক্ষ্ম জীবের প্রভেদ বশত জীবাত্মার প্রভেদ। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে, যে, জীবে জীবাত্মা (চিদবভাস) প্রকাশ উপযোগী অবয়ব (সূক্ষ্ম শরীর) কোথা হইতে উৎপন্ন হয়?—যে প্রকৃতি সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের কারণ, সেই প্রকৃতিই জীবের সূক্ষ্ম শরীরের কারণ জানিবে।

১৬ প্রঃ। সূক্ষ্ম জীব কি?

উঃ। যেরূপ ফলের রস, তিলের তৈল, দুগ্ধের ঘৃত, সেইরূপ সূক্ষ্ম জীব স্থূল জীবের সারভাগ অর্থাৎ সূক্ষ্ম পরমাণু সমষ্টী; এই সূক্ষ্ম জীবকেই আতিবাহিক বা লিঙ্গ শরীর কহে। সূক্ষ্ম শরীর কর্ম্ম ও বাসনা পাসাবদ্ধ হইয়া ("The will force is in the subtle body (লিঙ্গ শরীর) which lives after the natural body (স্থূল শরীর) dies. It is composed of subtle particles, rudiments, or atoms denomited tan-matra (তন্মাত্র) (magnetic power) perceptible to beings of a superior order, or who are in the spiritual state.") বার বার স্থূল জীব ধারণ করিয়া জন্মমৃত্যুজরা ভোগ করে।

১৭ প্রঃ। অর্জ্জুনকে ভগবান বলিয়াছেন যে,—

"যং যং বাপি স্মরণ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরং।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয়! সদা তদ্ভাব ভাবিতঃ॥"

বাসনায় বদ্ধ হইয়া জীব যাহা ভাবে, কলেবর ত্যাগ কালে তাহার স্মৃতিতে তাহাই আরূঢ় থাকে; অতএব মৃত্যুর পর সেই গতি প্রাপ্তি হয়। অতএব জীব সমস্ত জীবন পাপে রত থাকিয়া মৃত্যুকালে একবার ঈশ্বর স্মরণ করিয়া দেহ ত্যাগ করিলে কি ঈশ্বর লাভ হইবে না?

উঃ। সত্যই ভগবান অর্জ্জুনকে কহিয়াছেন যে,—

"অন্ত কালেচ মানব স্মরন্ মুক্তা কলেবরং।
যঃ প্রায়াতি স সদ্ভাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ॥"

দেহ ত্যাগ কালে যাহা স্মরণ করিবে সেই গতি প্রাপ্ত হইবে; সত্যই কি তাহা হয়?—যে মূঢ় ব্যক্তি সমস্ত জীবন সংসার ও অসৎকর্ম্ম অভ্যাস ও কামনা করিয়াছে, (মৃত্যুকালে, তাহার স্মরণ পথে সংসার ও অসৎ কর্ম্মই আরূঢ় থাকে, যেহেতু অভ্যাসই প্রধান, সমস্ত জীবন যেরূপ কর্ম্ম অভ্যাস করিবে, মৃত্যু সময় সেইরূপ কর্ম্মের কামনা হইবে; মৃত্যু কালে যদি একবার ঈশ্বর চিন্তা করিয়া ঈশ্বর লাভ হইত, তাহা হইলে জীবের পরলোক ভয় থাকিত না; ফল, এখানে অভ্যাস যুক্ত কর্ম্মের কামনার কথা বলা হইয়াছে, অভ্যাস যুক্ত কর্ম্মের কামনাই প্রধান, সেই জন্য যোগীরা সন্ন্যাস (সম্পূর্ণরূপে সকল প্রকার কর্ম্ম ও বাসনা ত্যাগ,) গ্রহণ করিয়া সমস্তজীবন ঈশ্বর চিন্তায় নিযুক্ত হয়েন; এবং অন্তকালে ঈশ্বরই স্মৃতিতে আরূঢ় থাকেন। যেরূপ অধিকক্ষণ একটি জ্যোতি দেখিলে, জ্যোতি ভিন্ন আর

অন্য পদার্থ নয়ন পথে পতিত হয় না, সেইরূপ অধিক দিন সংসারি কর্ম্ম অভ্যাস করিলে, অন্তকালে সংসার বাসনা ভিন্ন আর কিছুই স্মৃতিতে উদয় হয় না; কিম্বা অধিক দিন ঈশ্বর অভ্যাস করিলে অন্তকালে ঈশ্বর ভিন্ন আর কিছুই স্মৃতিতে উদয় হয় না জানিবে। অতএব সমস্ত জীবন ঈশ্বর অভ্যাস করিবে।

ইতি জীবতত্ত্ব।

ধর্ম্ম তত্ত্ব।

"একএব সুহৃদ্ধর্ম্মো নিধনেপ্যনু যাতিহি।
শরীরেণ সমং নাশং সর্ব্বমন্যচ্চ গচ্ছতি ॥"

১ প্রঃ। ধর্ম্ম কি?

উঃ। পদার্থের নিত্য (সৎ) গুণ "ধর্ম্ম"। পদার্থের অসৎ গুণ, যাহার নাশ আছে, তাহা "অধর্ম্ম"। * "সৎ" "অসৎ" এই উভয়বিধ গুণ দ্বিতীয় পদার্থে (জগৎ ও জীব) আছে। জগতের যাহা কিছু গুণ দেখিতেছ, সকলই "অসৎ" গুণ, কালে থাকিবে না, নাশ হইবে; সেইরূপ জীবের যাহা কিছু গুণ দেখিতেছ, সকই "অসৎ" গুণ, কালে থাকিবে না, নাশ হইবে; অর্থাৎ পঞ্চ-কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ প্রাণ, পঞ্চ বায়ু, মনঃ, বুদ্ধি, অহঙ্কার, চিত্ত "অসৎ," কালে নাশ প্রাপ্ত হয়।

২ প্রঃ। পদার্থ তত্ত্বে প্রমাণিত হইয়াছে, যে সূক্ষ্ম জীব স্থায়ী, আবার কহিতেছ জীবের উভয়বিধ শরীর "অসৎ" সে কিরূপ বল?

উঃ। জড়জগৎ স্থূল জীব পরিণত হয়, স্থূল জীব হইতে সূক্ষ্ম জীব, ঐ সূক্ষ্ম জীব একটি স্থূল জীব নাশ প্রাপ্ত হইলে আর একটি স্থূল জীব গ্রহণ করে, সেটি নাশ প্রাপ্ত হইলে অপর একটি স্থূল জীব ধারণ, করে, এরূপ ক্রমান্বয়ে অনেক স্থূল জীব

---

* বিভুর সত্ত্বা।

গ্রহণ (যোনি ভ্রমণ) করিয়া মানব দেহ প্রাপ্ত হয়; স্থূল শরীরের সহিত তুলনায় সূক্ষ্ম শরীর নিত্য, পদার্থতত্ত্বে ইহা প্রমাণ করা হইয়াছে; অর্থাৎ অনেক গুলিন স্থূল জীব নাশ প্রাপ্ত হইলে, তবে একটি সূক্ষ্ম জীব নাশ হয়। অতএব সূক্ষ্ম জীবও অনিত্য (অসৎ) জানিবে।

৩ প্রঃ। কখন সূক্ষ্ম জীবের নাশ হয়?

উঃ। যখন বিদ্যা ও জ্ঞান অবিদ্যা ও অজ্ঞান আবরণ মুক্তি করে, তখন স্থূল জীবের সহিত সূক্ষ্ম-জীবও বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

৪ প্রঃ। জীবের ধর্ম্ম কি?

উঃ। জীবতত্ত্বে এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হইয়াছে, তথাপি বলিতেছি যে জড় জগৎ হইতে জীব উৎপন্ন হয়, অতএব জীবের ধর্ম্ম জড়। চাক্ষুষ, শ্রাবণ, ঘ্রাণজ, রাসন ত্বাচ এই পঞ্চ, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় (স্থূল জীব) হইতে হয়, অতএব "অধর্ম্ম" স্থূল জীবের সঙ্গেই ইহারা নাশ প্রাপ্ত হয়। মনঃ, বুদ্ধি, অহঙ্কার, চিত্ত, সূক্ষ্ম জীব, হইতে হয়, অতএব তাহাও "অধর্ম্ম" যেহেতু সূক্ষ্ম জীবেরও নাশ আছে। এক্ষণে জীবের ধর্ম্ম কি?—জীবের ধর্ম্মই "জড়ত্ব," তবে দর্পণে ব্যাপ্ত সূর্য্য-জ্যোতিঃ ও তাহার সাদৃশ্যের ন্যায় সূক্ষ্ম জীবে ব্যাপ্ত যে অতীতেন্দ্রিয় পুরুষ ও তাঁহার "অবভাস" (Repletion) তাহাই "সৎ"। এবং যে সকল কর্ম্ম সেই অতীন্দ্রিয় অনুপ্রবিষ্ট চিন্ময় পুরুষের উদ্দেশে অনুষ্ঠিত হয়, তাহাও ধর্ম্ম।

৫ প্রঃ। জীব যদি জড় হইল, তবে কে কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া থাকে?

উঃ; জৈব যান্ত্রাবলি যোগে যে "চিদবভাস" (জীবাত্মা) সেই জীবাত্মাই কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা ইহলোকে ও পরলোকে সুখ দুঃখ ভোগ করে, যেরূপ লৌহ-পীণ্ড তৃণাগুণে দগ্ধ হইলে মলিনত্ব প্রাপ্ত হয়, এবং অঙ্গার আগুণে উজ্জ্বল অগ্নিত্ব প্রাপ্ত হয়; সেইরূপ জীবাত্মা অবিদ্যা ও অজ্ঞান রূপ তৃণাগুণে দগ্ধ হইয়া মলিনতা (তমঃ ও রজঃ গুণ) প্রাপ্ত হয়, এবং বিদ্যা ও সাদৃশ্য ("চিদবভাস") এক "ধর্ম্ম" যুক্ত, অর্থাৎ "সৎ"; জ্ঞান রূপ অঙ্গার আগুণে দগ্ধ হইয়া উজ্জ্বলতা (সত্বগুণ) প্রাপ্ত হয়। সত্ব রজঃ তমঃ এই গুণত্রয় হইতেই জীবাত্মার কর্ম্ম জানিবে।

৬ প্রঃ। ভাল, যদি সেই অনুপ্রবিষ্ট পুরুষই "সৎ" ("ধর্ম্ম") হইল, তাহা হইলে দান, যজ্ঞ, স্তব স্তুতি, উপাসনা, কিরূপে "ধর্ম্ম" হইতে পারে?

উঃ। যেরূপ দর্পণে ব্যাপ্ত সূর্য্য-জ্যোতিঃ ও সাদৃশ্য জ্যোতিঃ অবশ্য এক গুণ যুক্ত হইবে, সেইরূপ সূক্ষ্মজীবে ব্যাপ্ত পরমাত্মা ও কিন্তু উনবিংশতি জৈব যন্ত্রাবলি (স্থূল ও সূক্ষ্মদেহ) যোগে ভিন্ন গুণ যুক্ত হইয়া "জীবাত্মা" হন, অতএব যে কর্ম্ম জন্য 'জীবাত্মার" "স্বভাব" প্রকাশ পায় তাহাও "ধর্ম্ম" জানিবে। কেন, উপাসনাদি কি জীবাত্মার উন্নতির কারণ নহে?—সেই উন্নতি হইতেই ক্রমে জীবাত্মার "স্বভাব" প্রকাশ হয়; অতএব দান যজ্ঞাদিও "ধর্ম্ম"।

৭ প্রঃ। দেশ ভেদে "ধর্ম্ম" ভেদ কেন?

উঃ। যেরূপ অগ্নি এক, কিন্তু দেশ ভেদে আহুতি কাষ্ঠের প্রভেদ আছে, সেইরূপ "ধর্ম্ম" এক, তবে কর্ম্মের প্রভেদ আছে। ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে, যে ঈশ্বর গম্য দেশ, জীব গন্তা, এই মত সকল পথ, তবে প্রভেদ এই যে, কোন পথ বক্র বিলম্বে গম্যস্থান পাওয়া যায়, এবং কোনপথ সরল শীঘ্র গম্যদেশ পাওয়া যায়।

৮ প্রঃ। স্বর্গ কি?

উঃ। "সৎ" সঙ্গই স্বর্গ, অনুপ্রবিষ্ট চিন্ময় পুরুষই "সৎ" ("ধর্ম্ম") আর সকলই "অসৎ" ("অধর্ম্ম")—কিন্তু যিনি আত্ম-তত্ত্বজ্ঞ, তিনিও "সৎ," অতএব সাধু সঙ্গও স্বর্গ স্বরূপতঃ আত্ম-জ্ঞানই স্বর্গ।

৯ প্রঃ। নরক কি?

উঃ। "অসৎ" সঙ্গই নরক,—এই জীবই "অসৎ" অতএব ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বস্তু (ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা যে বিষয় জ্ঞান) মাত্রেই নরক।

১০ প্রঃ। সুখ কি?

উঃ। সচ্চিদানন্দ আত্মার জ্ঞান লাভই সুখ।

১১ প্রঃ। দুঃখ কি?

উঃ। "অসৎ" (অনাত্ম) বস্তুতে বাসনাই দুঃখ।

১২ প্রঃ। মোক্ষ কি?

উঃ। সদ অসৎ (নিত্যানিত্য) বস্তুর বিচার, ও কর্ম্ম দ্বারা

যে অসৎ বস্তুতে বাসনা ক্ষয়, এবং "সৎজ্ঞান" (আত্ম-জ্ঞান) তাহাই মোক্ষ।

১৩ প্রঃ। পরম পদ কি ?

উঃ। কায়মন বুদ্ধির অগোচর, মুক্ত সর্ব্বময়, সর্ব্বসাক্ষী অতীতেন্দ্রিয়, সচ্চিদানন্দ আত্মাতে সমাধিই পরম পদ।

১৪ প্রঃ। উপাস্য কে ?

উঃ। অনুপ্রবিষ্ট যে চিন্ময় পুরুষ' সাকার, নিরাকার, "সৎ", অসৎ, সৃষ্ট সমস্ত বস্তুর স্বভাব প্রকাশ করিয়াছেন; তিনি উপাস্য।

১৫ প্রঃ। বিদ্বান্ কে ?

উঃ। নিত্য জ্ঞান রূপ পরমাত্মাকে যে বিশেষরূপে জ্ঞাত হইয়াছে, সেই বিদ্বান্।

১৬ প্রঃ। ব্রাহ্মণ কে?

উঃ। যে ব্যক্তি বিশেষ রূপে ব্রহ্মকে জানিয়াছে, সেই ব্রাহ্মণ।

১৭ প্রঃ। গ্রাহ্য বস্তু কি ?

উঃ। ইন্দ্রিয়গোচর বস্তু মাত্রেই অগ্রাহ্য। দেশ, কাল, পরিচ্ছদ রহিত চিন্মাত্র বস্তুই গ্রাহ্য। এই গ্রাহ্য বস্তুর সত্ত্বাতেই অনিত্য বস্তুর সত্ত্বা,—জল, বায়ু, অগ্নি, আকাশ, পৃথিবী, বৃক্ষ লতা গুল্মাদি, পশু পক্ষি, মনুষ্য, সকল বস্তুতেই তাঁহার সত্ত্বা আছে, যত দিন অজ্ঞানান্ধ মূঢ় ব্যক্তিরা তাঁহার সেই সত্ত্বা উপলব্ধি করিতে না পারে, তত দিন তাহাদের সাকার

উপাসনা করা কর্ত্তব্য। সাকার বস্তু সকল কি তিনি ছাড়া থাকিতে পারে?—অনাদি কালের ন্যায় তিনি পদার্থ মাত্রেই লিপ্ত আছেন। তাঁহার উদ্দেশে যে কোন দেব মূর্ত্তির নিকট উপাসনা কর, তাহাতে তাঁহারই উপাসনা করা হয়। সেই সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বজ্ঞ অনুপ্রবিষ্ট পুরুষ অনাদি কালের ন্যায় তোমার উপাস্য দেবে লিপ্ত থাকিয়া উপাসিত হন। সাকার উপাসনা না করিলে ব্রহ্ম-জ্ঞান লাভ হয় না, অর্থাৎ যেরূপ অক্ষর পরিচয় না হইলে, শব্দ জ্ঞান হয় না, সেইরূপ সাকার উপাসনা না করিলে, অনুপ্রবিষ্ট চিন্ময়ের সত্ত্বা হৃদয়ে স্থান পায় না; এই জন্য অগ্রে বেদে সাকার উপাসনা পরে উপনিষদ্ ভাগে ব্রহ্মজ্ঞান—মোটা কথা, কোন কিছু চিন্তা করিতে হইলেই তাহার একটি সীমা চাহি; যদি সেই চিন্তার বস্তু অসীম হয়, তত্রাপি তোমাকে তাহার সীমা করিতে হইবে, কারণ সীমা ভিন্ন মন কিছুই আয়ও করিতে পারে না, মনের স্বভাবই সীমা বদ্ধকর। মন সেই সীমা তিন প্রকারে করিয়া থাকে, প্রথমে রূপ (Form) পরে নাম (name) এবং শেষে গুণ (qualities) এই তিন প্রকার কল্পনাই সীমা (সাকার)। ব্রহ্ম আদি অন্তরহিত নিরাকার হইলেও তোমার মনের নিকট সীমা বিশিষ্ট (সাকার) হন; অতএব "সাকার উপাসনা" করা মন্দ নহে। কে বলে "সাকার উপাসনার" ফল নাই?

১৮ প্রঃ। সন্ন্যাসী কে?

উঃ। সর্ব্বদা যে ভক্ত সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগী সেই সন্ন্যাসী।

১৯ প্রঃ। এই জড় জগতই ব্রহ্ম এরূপ উক্তির অভিপ্রায় কি?

উঃ। মানব হৃদয়ে দৃশ্যাদৃশ্য উভয়বিধ পদার্থের ধারণা শক্তি আছে, সেই শক্তিই পদার্থের রূপ, নাম, গুণ কল্পনার কারণ, সেই কল্পনা দ্বারা এক পদার্থের অন্য পদার্থের সহিত তুলনা হয়। যেমন ব্যাঘ্র স্থানে বিড়াল, লণ্ডন স্থানে কলিকাতা কল্পিত হয়, তেমনই মানব মাত্রেই কিদৃশ্য কি অদৃশ্য সকল পদার্থের রূপ (Form) নাম (name) এবং গুণ (qualities) কল্পনা করিয়া থাকে। ব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপী হইলেও সাধারণ লোকে তাঁহাকে দেখিতে পায় না, যেহেতু তিনি কায়মনোবাক্যের অগোচর; সংযতেন্দ্রিয় জ্ঞানী শুদ্ধ চেতাগণ তাঁহার সত্ত্বা উপলব্ধি করিতে পারেন। এবং সেই শুদ্ধাত্মাগন অজ্ঞানি মানব সকলকে ব্রহ্মার সর্ব্বব্যাপীর শিক্ষা দিবার জন্য বায়ু, অগ্নি; সূর্য্য প্রভৃতি আদিভৌতিক পদার্থ অধিগত চৈতন্যের (বৈদিক দেবতা) উপাসনা ব্যবস্থা করিয়াছেন, সেই চিন্ময় পুরুষ সৃষ্টপদার্থ সকলে ব্যাপ্ত থাকিয়া তাহাদের স্বভাব প্রকাশ করিয়াছেন; অথচ কালের ন্যায় তাহাদের সহিত লিপ্ত থাকিয়া নির্লিপ্ত আছেন। তিনি সর্ব্বব্যাপী স্বীকার করিলে, সাকার, নিরাকার, সৎ, অসৎ উভয়বিধ ভাবই তাঁহাতে; সেই জন্যই বেদে এই বিশ্বই * ব্রহ্ম (সর্ব্বংখল্বিদং ব্রহ্ম—) বলা হইয়াছে।

---

* ব্রহ্মতত্ত্ব ৩ প্রঃ উঃ টীকা দেখ।

দার্শনিকগণ কি সত্যই জড় জগতের উপাসক ছিলেন?—না। তবে কেন তাঁহারা ভৌতিক পদার্থের উপাসনা করিয়াছিলেন? সূর্য্যের উপাসনা করিলে কি ঈশ্বরের উপাসনা হয় না? জড় সূর্য্যে কি সেই সর্ব্বসাক্ষী সর্ব্বজ্ঞ পুরুষ নাই? কি জড়, কি সূক্ষ্ম পদার্থ মাত্রেই তাঁহার অধিষ্ঠান আছে। দ্বিতীয়তঃ লঘুচেতসগণ তাঁহার নিরাকার বিরাট মূর্ত্তি চিন্তা করিতে পারিবে না, সেই জন্য বৈদিক দেবতা কল্পনা করা হইয়াছে। সেই জন্য ঋগ্বেদের টীকাকারগণও "বিষ্ণু" শব্দের ধাতু ধরিয়া "বিষ্ণু" সূর্য্য, ত্রিপাদ,—উদয়াচল, মধ্যাকাশ (সমারোহণ) অস্তাচল (গয়শিরঃ) অর্থ করিয়াছেন। তৃতীয়তঃ ব্রহ্মের স্বজাতীয় কেহ নাই অর্থাৎ যেরূপ ব্যাঘ্রের সহিত বিড়াল, লণ্ডনের সহিত কলিকাতা রূপ, নাম, গুণ কল্পনা বা তুলনা চলে না। সেইরূপ ব্রহ্মের সহিত কিছুরই রূপ, নাম, গুণ তুলনা করা যাইতে পারে না, কেবল তাঁহার সর্ব্বব্যাপীত্ব ধর্ম্মের উপর ভিত্তি স্থাপন করিয়া এই বিশ্বই ব্রহ্ম বলা হইয়াছে। এবং জড়জগৎ মধ্যে সূর্য্যের বিভূতি প্রধান, অতএব ঋগ্বেদে সূর্য্যকে ঈশ্বর বলিয়া স্তবস্তুতি করা হইয়াছে। ঋগের বিষ্ণু (সূর্য্য) এবং ত্রিপাদ (উদয়াচল, সমারোহণ, গয়শিরঃ) মধ্যে বিষ্ণু স্বরূপতঃ ঈশ্বর, উদয়াচল স্বরূপতঃ ভূলোক, (স্থূল পদার্থ) সমারোহণ স্বরূপতঃ ভুবর্লোক (সূক্ষ্ম পদার্থ) এবং গয়শিরঃ স্বরূপতঃ স্বর্লোক (শক্তি) এই আধ্যাত্ম-তত্ত্ব নিহিত আছে। সূর্য্যই সৌরজগতের বিভূতি প্রধান ভৌতিক পদার্থ, চিন্ময় বিভুর সত্ত্বা হইতেই

সূর্য্যের সত্তা, তিনি আছেন তাই কেন্দ্র স্থানে সূর্য্য আছে, জগৎ আছে, তুমি আছ, আমি আছি। সেই অনাদি পুরুষই সূর্য্যের "সূর্য্য", বিভূতির "বিভূতি", জগতের "জগৎ", জীবাত্মার "আত্মা" অতএব ঋগ্বেদের "বিষ্ণু" ঈশ্বর! উদয়াচল (সূর্য্যের মন্দতেজঃ—শৈত্য) অণু সকলের সংযোগ কারণ, অণু সকলের সংযোগই জড়জগৎ, অতএব উদয়াচল "ভূলোক"! সমারোহণ (প্রচণ্ড সূর্য্য কিরণ—মধ্যাকাশ) অণু সকলের বিয়োগ কারণ, অণু সকলের বিয়োগই সূক্ষ্ম-পদার্থ, অতএব সূক্ষ্মপদার্থ "ভুবলোক"! দিবা ভাগে পদার্থ সকলের অভাব হয়, রজনীতে স্বভাব হয়, অর্থাৎ সূর্য্য অস্তা-চলে গেলে পদার্থ সকলের স্বভাব রক্ষিত হয়, অতএব গয়শিরঃ (অস্তাচল) শক্তি, শক্তিই স্বর্লোক। এক্ষণে বুঝিতে পারিলে যে, ঋগের বিষ্ণু, উদয়াচল, সমারোহণ, গয়াশিরঃ মধ্যে কি অমূল্যরত্ন নিহিত আছে। তুমি এ চিন্তাকে কখনো মনে স্থান দিও না যে, আর্য্য ঋষিগণ জড় জগৎকে ব্রহ্ম বলিয়া তাহার উপাসনা করিতেন। যে গায়ত্রী আর্য্য ঋষিদিগের প্রাণের প্রাণ, তাহাতেও সবিতা আছেন, অতএব ঋগ্বেদের গায়ত্রী ঋগটিও কি জড়পদার্থ সূর্য্যোদ্দেশে জপ করা হইয়া থাকে? যে ঋষিদিগের 'ওঁ তৎ সৎ"—"এক-মেবাদ্বিতীয়ং"—"তত্ত্বমসি" ইত্যাদি তত্ত্ব দ্বারা দর্শন শাস্ত্র সকল পূর্ণ হইয়াছে, তাঁহারা কি জড় পদার্থের উপাসক ছিলেন?—"বিষ্ণু" সূর্য্য নহেন, বিভূতির "বিভূতি" পরম

পুরুষ। এবং গায়ত্রী ঋগ্‌টির "তৎ সবিতুঃ" শব্দও সেই পরম পুরুষের উদ্দেশে প্রয়োগ আছে। পরম পুরুষ স্বয়ং "চতুর্থ পাদ" সেই "চতুর্থ পাদ" হইতেই জীবের চৈতন্য।

ইতি ধৰ্ম্ম-তত্ত্ব।

ব্রহ্ম-তত্ত্ব।

"ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।" ওঁ

১। ব্রহ্ম কি?

উঃ। নিরাকার সর্ব্বব্যাপী সুখস্বরূপ চিন্ময় পুরুষই ব্রহ্ম; সেই চিন্ময় পুরুষ * "একমেবাদ্বিতীয়ং"—এক মাত্র, বহু

---

* "ইদং সর্ব্বং পুরা সৃষ্টে রেকমেবাদ্বিতীয়কম্।
সদেবাসীন্নামরূপে নাস্তামিত্যারুণের্বচঃ॥
বৃক্ষস্য স্বগতো ভেদঃ পত্রপুষ্পফলাদিভিঃ।
বৃক্ষান্তরাৎ সজাতীয়ো বিজাতীয়ঃ শিলাদিতঃ॥
তথা সদ্বস্তুনো ভেদত্রয়ং প্রাপ্তং নিবার্য্যতে।
ঐক্যাবধারণদ্বৈত প্রতিষেধৈ স্ত্রিভিঃ ক্রমাৎ।
সতো নাবয়বাঃ শঙ্ক্যাস্তদংশস্যানিরূপণাৎ।
নামরূপে ন তস্যাংশৌ তয়োরদ্যাপ্যনুদ্ভবাৎ॥
নামরূপোদ্ভবস্যৈব সৃষ্টিত্বাৎ সৃষ্টিতঃ পুরা।
ন তয়োরুদ্ভবস্তস্মাৎ সন্নিরংশং যথা বিয়ৎ॥
সদন্তরং সজাতীয়ং ন বৈলক্ষণ্য বর্জনাৎ।
নামরূপো পাধি ভেদং বিনা নৈব সতো ভিদা॥
বিজাতীয়মসৎ তৎ তুন খল্বস্তীতি গম্যতে।
নাস্যাতঃ প্রতিযোগিত্বং বিজাতীয়াদ্ ভিদা কুতঃ॥

নহেন ; "এবং" অন্য যোগ ব্যবচ্ছেদক, অর্থাৎ অন্য সম্বন্ধাভাব অন্য দ্বিতীয়াদির সহিত তাঁহার সম্বন্ধাভাব ; স্বগত, স্বজাতীয় ও বিজাতীয় ভেদ শূন্য অর্থাৎ একপরমাত্মা ভিন্ন আর অন্য দ্বিতীয় সত্বা নাই। ব্রহ্মের একত্ব সংখ্যাবাচক দুই, তিন, চার, পাঁচ প্রভৃতি হইতে স্বতন্ত্র। "এবং" আর একটি অর্থ "অযোগ ব্যবচ্ছেদক",—রূঢ় পদার্থ—যৌগীক নহেন, সর্ব্বদা (অনাদি কাল) "একত্ব" যুক্তই আছেন, বহু ভাগ করা যায় না, এবং বহু হইতে পারেন না ; তিনিই "অদ্বিতীয়ং"। অতএব 'দ্বিতীয়' অর্থ প্রকৃতি, জগৎ ও জীব—ঐ দ্বিতীয় বস্তু সৃষ্ট। "অদ্বিতীয়ং" (ব্রহ্ম) আছেন বলিয়া প্রকৃতি কালে দ্বিতীয় (জগৎ ও জীব) বস্তু, সৃষ্টি করিয়াছে ; এক্ষণে স্বরূপতঃ তাঁহাকেই স্রষ্টা বলা যাইতে পারে, কারণ তাঁহার বিদ্যমানতা হইতেই প্রকৃতির বিকাশ, অতএব স্রষ্টা কখন সৃষ্টবস্তু হইতে পারেন না। "অ"—"ন,"—অর্থাৎ "ন দ্বিতীয়ং"— "স দ্বিতীয়ং ন" প্রকৃতি যে দ্বিতীয় বস্তু, তাহা তিনি (ব্রহ্ম) নহেন। ব্রহ্ম ও প্রকৃতি যে স্বতন্ত্র তাহাতে সংশয় নাই ; ব্রহ্ম বিষয়, জীব বিষয়ী, ব্রহ্ম ধর্ম্ম জীব ধর্ম্মী। ব্রহ্ম কূটস্থ চৈতন্য, জীবের চৈতন্য ত্রিগুণাভিভূত, ব্রহ্ম নিত্যানন্দ, জীব সুখদুঃখ ভোগী ; ব্রহ্ম সর্ব্বজ্ঞ জীব অল্পজ্ঞ ; ব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপী জীব অল্প-ব্যাপী ; ব্রহ্ম ইচ্ছা ও কর্ম্ম বিহীন জীবের ধর্ম্মই ইচ্ছা কর্ম্ম ; ব্রহ্ম সাক্ষী, জীব কর্ত্তা ; ব্রহ্ম জ্ঞেয়, জীব জ্ঞাতা ; ব্রহ্ম গম্য জীব গন্তা ;—তমঃ ও প্রকাশ যেরূপ বিরুদ্ধ স্বভাব, ঐক্য নাই ;

বিষয় আর বিষয়ীতে তদ্রূপ ঐক্য নাই। অতএব দ্বিতীয় পদার্থ যাহা কিছু দেখিতেছ, তাহা ব্রহ্ম নহে;

"নিত্য তুরীয় নির্ব্বাণই" * ব্রহ্ম। সেই "নির্ব্বাণ" "অহং"; সেই "নির্ব্বাণ" দেবতা ও ঋষিগণের গতি; সেই "নির্ব্বাণ" সকল কারণের 'কারণ'; সেই "নির্ব্বাণ" "কল্প পাদপ," ভূতগণ সেই "নির্ব্বাণ" আশ্রয় করিয়া অবস্থিতি করিতেছে; সেই † "নির্ব্বাণ" ("অহং") আশ্রয় করিয়া শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে যোগ শিক্ষা দিয়াছিলেন, সেই "নির্ব্বাণ" তত্ত্ব জ্ঞাত হইয়া শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছিলেন, যে—

"ওঁ মনোবুদ্ধ্যহঙ্কার চিত্তাদি নাহং।
ন শ্রোত্রং ন জিহ্বা নচ ঘ্রাণ নেত্রম্।
নচ ব্যোম ভূমি র্ন তেজোন বায়ুঃ,
চিদানন্দ রূপঃ শিবোহং শিবোহম্॥"
"অহং প্রাণ সংজ্ঞো নতু পঞ্চ বায়ু,
র্নবা সপ্তধাতু র্নবা পঞ্চ কোশাঃ।
ন বাক্যানি পাদৌ নচোপস্থ পায়ুঃ,
চিদানন্দরূপঃ শিবোহং শিবোহম্॥"

---

* "অচিন্ত্যোপাধি বিনির্ম্মুক্তমনাদ্যন্তং শুদ্ধং শান্তং নির্গুণং নিরবয়বং নিত্যানন্দং অখণ্ডৈকরসং অদ্বিতীয়ং চৈতনং ব্রহ্ম"

† যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎপ্রভবন্তি সংবিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ব্রহ্মেতি।

"ন পুণ্যং ন পাপং ন সৌখ্যং ন দুঃখং,
ন মন্ত্রং ন তীর্থং ন বেদা ন যজ্ঞাঃ।
অহং ভোজনং নৈব ভোজ্যং ন ভোক্তা,
চিদানন্দরূপঃ শিবোহহং শিবোহহম্॥"
"ন মে দ্বেষরাগৌ নমে লোভ মোহৌ,
মদো নৈব মে নৈব মাৎসর্য্য ভাবঃ।
ন ধর্ম্মো ন চার্থো ন কামো ন মোক্ষ,
শ্চিদানন্দরূপঃ শিবোহহং শিবোহহম্॥"
"ন মৃত্যু র্ন শঙ্কা নমে জাতি ভেদাঃ।
পিতা নৈব মে নৈব মাতা ন জন্ম।
ন বন্ধু র্ন মিত্রং গুরু নৈ ব শিষ্য,
শ্চিদানন্দরূপঃ শিবোহহং শিবোহহম্॥"
"অহং নির্ব্বিকল্পো নিরাকার রূপঃ,
বিভু র্ব্যাপী সর্ব্বত্র সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাম্।
নবা বন্ধনং নৈব মুক্তি র্ন ভীতি,
শ্চিদানন্দরূপং শিবোহহং শিবোহহম্॥"

২ প্রঃ। যেরূপ স্বপ্ন ভ্রম এবং অনিত্য, সেইরূপ দ্বিতীয় এতদার্থ (প্রকৃতি, বিশ্ব জীব) ভ্রম এবং অনিত্য এরূপ উক্তির কারণ কি?

উঃ। স্বপ্ন ও স্বপ্নাবস্থা অবশ্য কিছু, তাহা কি?—স্বপ্ন ও স্বপ্নাবস্থার উপাদান পূর্ব্বসংস্কার ও জাগ্রদবস্থা, সূক্ষ্ম জীব (মনঃ বুদ্ধি অহঙ্কার চিত্ত) নিমিত্ত কারণ; অর্থাৎ যখন

মনঃ পূর্ব্বসংস্কার কল্পনা করে, তাহা স্বপ্নাবস্থা এবং কল্পনা স্বপ্ন হয়। যাহার কার্য্য কারণত্ব আছে, তাহাই কিছু ; স্বপ্ন ও স্বপ্নাবস্থা ভ্রম এবং অনিত্য বলিবার কারণ এই যে, স্বপ্ন ও স্বপ্নাবস্থা অপেক্ষা এমন কার্য্য ও অবস্থা আছে, যাহা দীর্ঘ-কাল স্থায়ী ; স্বপ্ন ও স্বপ্নাবস্থা ঐ অবস্থাও কার্য্যের ক্ষণস্থায়ী অবস্থাও ভাব মাত্র ; অর্থাৎ জাগ্রদাবস্থার কার্য্য কারণত্বের বৈবর্ত্ত উপাদান স্বপ্নাবস্থা ও স্বপ্ন। অতএব স্বপ্ন ও স্বপ্নাবস্থা কিছু হইলেও জাগ্রদবস্থা ও তাহার কার্য্যের সহিত তুলনায় কিছুই নহে, মনের কল্পনা বা ভাবের সম্বন্ধই ইন্দ্রিয়গণের সহিত, ইন্দ্রিয়গণের কার্য্যই স্বপ্নাবস্থার স্বপ্ন সকল কিন্তু ইন্দ্রিয়গণের সহিত সেই স্বপ্ন সকলের সম্বন্ধ অভাব, সেই জন্য ভ্রম এবং অনিত্য প্রমাণ করিয়াছেন। সেইরূপ দ্বিতীয় (জগৎ ও জীব) পদার্থ কিছু হইয়াও কিছু নহে অর্থাৎ স্বপ্ন ও স্বপ্নাবস্থা যেমন জাগ্রদবস্থা ও তাহার কার্য্যের বিবর্ত্তাবস্থা ও বিবর্ত্ত কার্য্য, স্বপ্নের তেমন ইন্দ্রিয়গণের সহিত জাতিগত সম্বন্ধ থাকিয়াও সম্বন্ধাভাব ; তেমনই জাগ্রদবস্থা ও জাগ্রৎ কার্য্যের ন্যায় চিন্ময় পুরুষ সত্ত্বা (বিদ্যমানতা) আছে, বলিয়া স্বপ্নাবস্থা ও স্বপ্নের ন্যায় দ্বিতীয় পদার্থ (প্রকৃতি জগৎ ও জীব) আছে। স্বপ্ন ও স্বপ্নাবস্থা জাগ্রৎকার্য্য ও জাগ্রদবস্থার বিবর্ত্ত, দ্বিতীয় পদার্থ (প্রকৃতি, জগৎ ও জীব) সেরূপ চিন্ময় পুরুষের বিবর্ত্ত নহে। স্বপ্ন ও স্বপ্নাবস্থার সহিত জাগ্রৎকার্য্যের ও জাগ্রদবস্থার জাতিগত সম্বন্ধ আছে,

দ্বিতীয় পদার্থের সহিত ব্রহ্মের সেরূপ কোন সম্বন্ধ নাই। যদি স্বপ্ন ও স্বপ্নাবস্থা ভ্রম এবং অনিত্য হয়, তাহা হইলে দ্বিতীয় পদার্থ (প্রকৃতি জগৎ ও জীব) অবশ্য ভ্রম এবং অনিত্য। অর্থাৎ যেরূপ জাগ্রৎ কার্য্য ও অবস্থার সহিত তুলনায় স্বপ্ন ও স্বপ্নাবস্থা ভ্রম এবং অনিত্য, সেইরূপ ব্রহ্মের সহিত তুলনায় দ্বিতীয় পদার্থ মাত্রই ভ্রম এবং অনিত্য জানিবে।

৩ প্র। ব্রহ্ম শক্তি কি ?

উঃ। যেটী কোন কার্য্য, যাহার কারণ আছে সেইটি স্বগুণ, স্বগুণ মাত্রেই শান্ত, এবং স্বগুণই শক্তি ; কিন্তু ব্রহ্ম কোন কার্য্য নহেন; তাঁহার কোন কারণও নাই, তিনি আপনা আপনি (নিত্য সত্বা) আপনার কারণ, এবং আপনি কার্য্য, অতএব নির্গুণ। এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে যে, নির্গুণ কি ?—যেরূপ " নিরাকার " অর্থে স্থূল ও সূক্ষ্ম আকার (Grossor subtile finite from) না বুঝাইয়া " অদ্বিতীয় ও অনন্ত নিরবয়ব (infinite and formless) বুঝায়, অর্থাৎ কোন এক বস্তুর বিদ্যমানতা স্বীকার করিলেই তাহা যদি নিরবয়বও হয়, তথাপি একটি পদার্থ স্বীকার করিতে হয় ; " সত্বা আছে " বলিলেই পদার্থ হইল ; তবে প্রকৃতি, সূক্ষ্ম মহাভূত, এবং বুদ্ধ্যাদির ন্যায় স্থূল ও সূক্ষ্ম শান্ত নহে, " অদ্বিতীয় নিরাকার "। অতএব "সত্বা আছে " বলিলে যে, " নিরাকার পদার্থ " বুঝায়, তাহা কি ? অদ্বিতীয়

চৈতন্যই সেই "নিরাকার পদার্থ," চৈতন্য ভিন্ন আর কিছুই অনন্ত ও অদ্বিতীয় নহে, সেই অদ্বিতীয় চৈতন্যের ধর্ম্ম (গুণ)ই "নির্গুণ"। সেইরূপ "নির্গুণ" অর্থে ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতি ও পঞ্চ মহাভূতাদির গুণের ন্যায় স্বগুণ না বুঝাইয়া "অদ্বিতীয় অনন্ত "শক্তি" বুঝায়। যদি বল, যে সেই নির্গুণই কি ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতিতে পরিণত হন? তাহা নহে, যেরূপ "নিরাকার" কখনো "আকার বিশিষ্ট" হইতে পারে না কিম্বা আকাশে ক্ষিতি, জল, বায়ু, এবং তেজঃ? ভূত সকল বিদ্যমান থাকিলেও আকাশের অভাব ও বিকাশ হয় না, অর্থাৎ আকাশ, ক্ষিতি, জল, বায়ু এবং তেজে পরিণত হয় না; সেইরূপ "নির্গুণও" কখনো ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতিতে পরিণত হয় না কিন্তু সেই * নির্গুণ চৈতন্যসত্ত্বা (বিদ্যমানতা) হইতেই প্রকৃতির বিকাশ, প্রকৃতি হইতে সূক্ষ্ম ও স্থূল মহাভূত, এবং জীবের সৃষ্টি হয়। সেই প্রকৃতিকে সাংখ্যকার নিত্য বলিয়া সৃষ্টি কার্য্যে ঈশ্বর অপ্রমাণ করিয়াছেন।

সেই প্রকৃতি কে কোন উপনিষদে ব্রহ্মশক্তিও বলা হইয়াছে।

"ব্রহ্মণঃ সকাশাৎ নানাবিধ জগদ্বিচিত্র নির্ম্মাণ সমর্থ্যা-বুদ্ধিরূপা ব্রহ্মশক্তি রেব প্রকৃতিঃ।"

ইতি ব্রহ্মতত্ত্ব।

---

* গ্রন্থ শেষে টীকা দেখ।

যোগ।

"উপায়েন হি সিধ্যন্তি কার্য্যাণি ন মনোরথৈঃ।"

১ প্রঃ। যোগ কি?

উঃ। যোগ শব্দের নানা অর্থ হয়, এখানে যোগ শব্দে বুঝিতে হইবে, যে, মনোবৃত্তির নিরোধ দ্বারা পরমাত্মায় (ব্রহ্ম-চৈতন্যে) জীবাত্মা (জীব চৈতন্য) লয় করাই যোগ।

২ প্রঃ। ঐ যোগের প্রকৃত অধিকারী কে?

উঃ। বৈরাগ্য যাহার পিতা, ক্ষমা যাহার জননী, শমদম যাহার ভ্রাতা, শ্রদ্ধা ভক্তি যাহার ভগিনী, নিবৃত্তি যাহার বনিতা, এবং তত্ত্ব-জ্ঞান যাহার গুরু, তাহারই ঐ যোগ সাধনের অধিকার আছে।

৩ প্রঃ। এইরূপ অধিকারীদিগের কি মধ্যে কোন প্রভেদ আছে?

উঃ। আবার এই অধিকারী তিন প্রকার, অধম, মধ্যম, এবং উত্তম, এই তিন প্রকার অধিকারীগণের জন্য তিন প্রকার যোগপথ আছে। *

---

* স্বরূপতঃ মানব মধ্যে যাহাদের উত্তম গুণ (সত্ত্ব) আছে, তাহারা অধম, ঋষি ও গন্ধর্ব্বগণ মধ্যম, দেবতাগণ উত্তমাধিকারী, এবং তমঃ ও রজঃ গুণ যুক্ত মানব মাত্রেই অধমতর অধিকারী জানিবে।

৪ প্রঃ। * অধমাধিকারীগণের যোগ পথ কি ?

উঃ। অধমাধিকারীগণ "নাম-যোগ" "মন্ত্র যোগ" এবং "ভক্তিযোগ" দ্বারা চিত্তবৃত্তি সমুদায় নিরুদ্ধ করিয়া জীবাত্মা পরমাত্মার সংযুক্ত করিবে। অর্থাৎ নাম যোগ, মন্ত্র যোগ, এবং ভক্তি যোগ দ্বারা ব্রহ্মে অত্যন্ত সংযুক্ত হইতে না পারিলে, তাহার ধর্ম্ম জীবে আসিতে পারে না। বস্তুতঃ দীর্ঘকাল এক দ্রব্য অন্য দ্রব্যের সহিত সংযুক্ত থাকিলে তাহার ধর্ম্ম (গুণ) ক্রমে ক্রমে সেই দ্রব্য সংক্রমিত হয়। যেমন আরশুলা কীট দীর্ঘ কাল কাঁচ পোকার চিন্তা করিয়া কাঁচ পোকা হয়, তেমনই নাম যোগ, মন্ত্র যোগ, এবং ভক্তি যোগ দ্বারা জীবাত্মা পরমাত্মার ধর্ম্ম প্রাপ্ত হয়। আরশুলা কাঁচ পোকার ধর্ম্ম প্রাপ্ত হইলেও আরশুলা ও কাঁচ পোকা দুইটি স্বতন্ত্র বস্তু থাকে, সেইরূপ নাম যোগ, মন্ত্র যোগ এবং ভক্তি যোগ দ্বারা জীবাত্মা পরমাত্মার গুণ প্রাপ্ত হইলেও জীবাত্মা ও পরমাত্মা দুইটি স্বতন্ত্র বিদ্যমানতা থাকে। এই নাম যোগ মন্ত্র যোগ ও ভক্তি যোগ দ্বারাই জীবাত্মার সালোক্য, সামীপ্য, এবং সাযোগ্য লাভ হয়। এবং এই অধমাধিকারীগণের

---

* অধমাধিকারীগণ নাম, মন্ত্র ও ভক্তিযোগে নাম ও মন্ত্রার্থ এবং ভক্তি যে পদার্থ নির্দ্দেশ করিতেছে, (ব্রহ্মসত্বা চৈতন্য ও আনন্দ) তাহা ধ্যান করিবে।

মধ্যে আর এক প্রকার * অধমতর অধিকারী আছে যাহারা কেবল রূপ যোগ দ্বারা জীবাত্মার উন্নতি সাধন করিবে।

৫ প্রঃ। মধ্যমাধিকারীগণের যোগপথ কি?

উঃ। মধ্যমাকারীগণ অষ্টাঙ্গ যোগ, অথবা সরল-যোগ দ্বারা চিত্তবৃত্তি সকল বিরুদ্ধ করিয়া জীব চৈতন্য ব্রহ্ম-চৈতন্যে লয় করিবেক।

৬ প্রঃ। উত্তমাধিকারীগণের পথ কি?

উঃ। † উত্তমাধিকারীগণ পঞ্চদশাঙ্গ যোগ সাধন দ্বারা ব্রহ্ম-চৈতন্তে জীব চৈতন্য নির্ব্বাপিত করিবে।

৭ প্রঃ। সরল যোগ কি?

---

* অধমতর অধিকারী রূপ যোগে মৃত্‌শিলাদির রূপ, নাম, গুণ ত্যাগ করিয়া উপাস্য শিলাদিতে ব্রহ্মসত্তা ধ্যান করিবে।

† উত্তমাধিকারী আধ্যাত্ম শাস্ত্রাধ্যায়ন, বস্তু এবং মহাবাক্য ("ইদং নাস্তি কিঞ্চনঃ"। "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"। "প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম"। "তত্ত্বমসি"। "অয়মাত্মা ব্রহ্ম"। "অহম্ ব্রহ্মাস্মি"।) বিচার দ্বারা বহির্জগৎ (প্রকৃতি, বিশ্ব ও জীব) এবং অন্তর্জগৎ (মনোবৃত্তি ও চিদবভ্যাস) ব্রহ্ম স্বরূপ চিন্তা করিবে। অর্থাৎ তত্ত্ববিচার দ্বারা "পরোক্ষে জ্ঞান" লাভ করিবে; এবং সেই পরোক্ষ জ্ঞানের পরিপাক হইলেই "অপরোক্ষ জ্ঞানোদয়" হইবে; সেই "অপরোক্ষ" জ্ঞানের পরিপাক হইলেই সাক্ষাৎ ব্রহ্ম স্বরূপ হইয়া অবস্থিত করিবে।

উঃ ১। কায়মনোবাক্য দ্বারা জীবহিংসা ত্যাগ করিবে।

২। কায়মনো বাক্য দ্বারা মিথ্যা ত্যাগ করিবে।

৩। কায়মনো বাক্য দ্বারা পরদ্রব্যে লোভ (চুরী) করিবেনা।

৪। কায়মনো বাক্য দ্বারা উর্দ্ধরেতা হইবে।

৫। কায়মনো বাক্য দ্বারা বাসনা ত্যাগ করিবে।

৬। সর্ব্বদা দেহ পরিস্কার রাখিবে, পরিস্কার গৌরিক বস্ত্র কিম্বা নির্ম্মল শুভ্র বসন ধারণ করিবে; পরিস্কার স্থানে বাস করিবে, বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করিবে, (কুশাসন, মুঞ্জাসন, কৃষ্ণসার; চর্ম্মাসনে উপবেশন, বিশুদ্ধ শয্যায় (কম্বল রেশমবস্ত্রে) শয়ন করিবে, এবং অধিক শ্রম করিবে না, কাহারও সহিত একাসনে বসিবে না। অল্পভাষী হইবে, শুদ্ধ সাত্ত্বিক (পাঁচবৎসর স্বহস্তে পাক করিয়া হবীষ্যান্ন, ষষ্ঠ বৎসর অলবণ হবীষ্যান্ন, সপ্তম বৎসর দুগ্ধ ও ফল মূল) আহার করিবে। মধু, ঘৃত, দুগ্ধ, আতপ তণ্ডুল, গোধুম, সকল প্রকার কন্দ ও মূল (লশুন পলাণ্ডু নিষেধ) ভক্ষণ করিবে। অষ্টম বৎসর হইতে এই সকল দ্রব্যের মধ্যে অনায়াসে লব্ধ খাদ্য ভোজন করিবেক।

৮। নির্জ্জন বাস, ভ্রমণ, তীর্থ পর্য্যটন এবং লঘু আহার দ্বারা সাত্ত্বিক বুদ্ধি উত্তেজিত করিবে, সেই বুদ্ধি দ্বারা মন জয় করিবে, মনের দ্বারা কর্ম্মেন্দ্রিয় নিগ্রহ (জয়) করিবে। কর্ম্মেন্দ্রিয় জয় হইলেই কামরূপ শত্রু (কামনা) বশীভূত হয়। কামনাই কর্ম্মের কারণ, কর্ম্ম বন্ধনের কারণ জানিবে।

৯। সর্ব্বদা প্রণব বা মন্ত্রজপ দ্বারা মন্ত্রাধিষ্ঠাতা দেবতার (অনুপ্রবিষ্ট পুরুষের) ধ্যান, (গুরু যেরূপ বলিয়া দিবেন) করিবে।

১০। লোকযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য যে সকল কর্ম্ম করিবে, তাহার ফল কামনা না করিয়া, ঈশ্বরোদ্দেশে অনুষ্ঠিত হইতেছে, জানিয়া ঈশ্বরেই অর্পণ করিবে।

১১ প্রঃ। কোন প্রকার ঐহিক সুখ ইচ্ছা করিবে না; ভোগ্য (ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য) বিষয় হইতে সর্ব্বদা দূরে থাকিবে, শোক মোহ একবারে ত্যাগ করিবে, শুভ কর্ম্মে সুখ ও অশুভ কর্ম্মে দুঃখ প্রকাশ করিবে না; মনে সুখ দুঃখোদয় হইলেই ভ্রষ্ট হইবে। কোন প্রকার মাদক ব্যবহার করিবে না। অধিক নিদ্রা যাইবে না, নিদ্রার জন্য যত্ন করিবে না, রাত্রের শেষ ভাগে নিদ্রা যাইবে না, ঐ সময় মনকে কর্ম্মেন্দ্রিয় সকল হইতে পৃথক (মনে ইন্দ্রিয় সংশ্লিষ্ট-জ্ঞান না থাকে) করিয়া আত্ম-ধ্যান করিবে।

১২। সর্ব্বদা নির্জ্জনদেশে স্থির হইয়া একাসনে শান্ত মনে বসিয়া থাকিবে, শরীর যেন নড়েচড়ে না; মেরুদণ্ড সম সূত্রে রাখিবে। এইরূপ আসনে উপবিষ্ট হইয়া শরীর ক্লান্ত হইলে নদীতীর, নির্জ্জন প্রান্তর, অরণ্য এবং পর্ব্বতে ভ্রমণ করিবে, সঙ্গ করিতে ইচ্ছা হইলে সাধু সঙ্গ করিবে এবং চক্ষু দর্শন লোলুপ হইলে জল ও আকাশ দর্শন করিবে, কর্ণ শব্দ শ্রবণেচ্ছুক হইলে প্রণব ও ব্রহ্মবীজ উচ্চারণ

করিবে, রসনা বাক্য লোলুপ হইলে ব্রহ্মগায়ত্রী ও ব্রহ্ম স্তোত্র পাঠ করিবে।

১৩। সর্ব্বদা অধ্যাত্ম শাস্ত্র অধ্যয়ন তত্ত্ব বিচার করিবে।

১৪। যখন আসন স্থির হইবে, তখন "চিৎ সমাধি আরম্ভ করিবে। "চিৎ-সমাধি" কি? তাহা শুন, স্ফটিকপাত্রে রক্তজবা কিম্বা পদার্থ ও দর্শন ভেদে সূর্য্যের ন্যায় পরমাত্মা স্থূল জীব (পঞ্চ কর্ম্ম, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, ও সূক্ষ্মজীব (মনঃ বুদ্ধি, অহঙ্কার, চিত্ত যোগে জীবাত্মা স্ফটিকপাত্র কিম্বা পদার্থ বা দর্শন ভেদ হইতে স্বরূপ রক্তজবা এবং স্বরূপ সূর্য্য দর্শনের ন্যায় পরমাত্মাকে স্থূলজীব ও সূক্ষ্মজীব হইতে স্বরূপ দর্শ-নই, অর্থাৎ স্বরূপ জ্ঞানই চিৎ-সমাধি। সম্যকরূপে এই সমাধিতে পরমাত্মাকে জ্ঞাত হইয়া "ব্রহ্ম সমাধি" করিবে। এক্ষণে ব্রহ্ম সমাধি" কি? তাহা শুন। এই ব্রহ্ম সমাধিতে দ্বিতীয় বস্তু (প্রকৃতি, জড়জগত ও জীব) মাত্রেই ত্যাগ করিয়া সকলই ব্রহ্মময় ধারণা ও ধ্যান করিবে।

১৫। স্বপ্ন ও সুষুপ্তি রহিত হইয়া দীর্ঘকাল "ব্রহ্ম-সমাধি" অভ্যাস হইলে "নির্ব্বাণ সমাধি" (তুরীয়াবস্থা) লাভ হইবে। তুরীয়াবস্থাই স্বরূপতঃ সমাধি বাচ্য জানিবে।

৮ প্রঃ। বিবেক ও বৈরাগ্য কি?

উঃ। নিত্যানিত্য বস্তু জ্ঞানের নাম বিবেক; এবং সর্ব্ব-প্রকার বিষয় বাসনা ত্যাগই বৈরাগ্য জানিবে।

৯ প্রঃ। শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, শ্রদ্ধা এবং সমাধান কাহাকে বলে?

উঃ। অন্তঃকরণের নিগ্রহই শম, অর্থাৎ সকল বিষয়ের প্রতি অন্তঃকরণের অনুরাগ ত্যাগই প্রকৃত শম। কর্ম্মেন্দ্রিয়ের নিরোধই দম। সর্ব্বপ্রকার বিষয় গ্রহণে অনিচ্ছাকে (ইন্দ্রিয় গণের স্ব স্ব বিষয় গ্রহণে অপ্রবৃত্তি) উপরতি কহে। আত্ম-জ্ঞান লাভ না হইলে, উপরতি হয় না। শীত, উষ্ণাদি দ্বন্দ্ব সহনই তিতিক্ষা। গুরু বাক্য, ও উপনিষদাদিতে যে স্থির বিশ্বাস, তাহাই শ্রদ্ধা। এবং সকল প্রকার বিষয় বাসনা ত্যাগ করিয়া বেদান্ত প্রতিপাদ্য পরমব্রহ্ম, চিত্তের যে একাগ্রতা, তাহাই সমাধান জানিবে। এই ছয়টি ও যোগার্দ্ধ! যাগীয় ইহা অভ্যাস হইলেও সমাধি (তুরীয়) লাভ হয়।

১০ প্রঃ। কোন কোন মতে প্রাণবায়ু রোধ না করিলে চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ হয় না, অতএব তুমি যে বলিলে বুদ্ধি দ্বারা মন সংযম মনের দ্বার বাহ্যেন্দ্রিয় সংযম হয়, তাহা কিরূপ বিশেষ করিয়া বল?

উঃ। বৈরাগ্য ও অভ্যাস দ্বারা সমুদয় মনোবৃত্তিরই নিরোধ হইয়া থাকে। একমাত্র বৈরাগ্য, বিষয় বৈরাগ্যই চিত্তের চিরাভ্যস্ত বিষয়াশক্তি ফিরাইতে সক্ষম, কেবল মাত্র বৈরাগ্যই নিবৃত্তির হেতু, সেই বৈরাগ্য প্রভাবেই আত্মার প্রতি চিত্তের একাগ্রতা জন্মে; এবং বৈরাগ্যই ক্রমে চিত্তবৃত্তি সমুদায়ের নিরুদ্ধাবস্থা আনে। সেই অবস্থাদ্বয় স্থায়ী (দৃঢ়) করি-

বার নিমিত্ত অভ্যাসের আবশ্যক আছে। স্বভাব অতিশয় প্রবল, কিন্তু অভ্যাসও বড় কম প্রবল নহে। প্রাণ বায়ুর রোধ বল, চিত্তবৃত্তি সমুদায়ের চঞ্চলতা বল, সকলই অভ্যাসের পরিণাম (ফল) ভিন্ন আর কিছুই নহে, অথবা অভ্যাসই প্রধান। যদি সেই অভ্যাস দ্বারা মনোবৃত্তি সমুদায় একাগ্র (একতান) ও নিবৃত্তি (নিরুদ্ধ) অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে শ্বাস প্রশ্বাস গতির বিচ্ছেদ (প্রাণায়াম) কার্য্য কি? প্রাণায়াম করিতে হইলে কি অভ্যাস ও বৈরাগ্য আবশ্যক হয় না? —অতএব অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা চিত্তবৃত্তি সমুদায়ের নিরোধ করিবে, চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ হইলেই প্রাণামের উদ্দেশ্য সফল হইবে।

১১ প্রঃ। এই অভ্যাস ও বৈরাগ্যের জন্য আর কি কোন অনুষ্ঠান আবশ্যক আছে?

উঃ। স্থিরাসন এবং মনকে দীর্ঘকাল স্থির রাখিবার যত্ন এই দুইটী অভ্যাসের অঙ্গ। সদ্গুণ ও অধ্যাত্ম শাস্ত্রাধ্যায়ন দ্বারা বেদান্ত প্রতিপাদ্য পুরুষে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাইলে তবে ভোগস্পৃহা ত্যাগ হয়; অতএব তপঃ স্বাধ্যায় এবং ঈশ্বরোপাসনা ভোগস্পৃহা বর্জনের একমাত্র উপায় জানিবে।

ইতিযোগ।

টীকা।

নির্গুণ শক্তি মজ্জাগত গুণ নহে, অর্থাৎ মহাকাশে অনাদি কাল যেরূপ অবস্থিত আছে, বা মহাকাশে মহাবায়ু যেরূপ অবস্থিত আছে, সেইরূপ ব্রহ্মে "নির্গুণ শক্তি" অবস্থিতি করিতেছে; সেই নির্গুণশক্তি হইতে প্রকৃতির বিকাশ হইলেও প্রকৃতি তাহার "আশ্রয়" (নির্গুণ শক্তি) হইতে পৃথক্ জানিবে।

যথা;—

"কার্য্যাদাশ্রয়তঃ সৈষা ভবেচ্ছক্তি র্ব্বিলক্ষণা;
স্ফোটাঙ্গারৌ দৃশ্যমানৌ শক্তি স্তত্রানুমীয়তে॥
পৃথুবুধ্নোদরাকারো ঘটকার্য্যোত্র মৃত্তিকা।
শব্দাদিভিঃ পঞ্চগুণৈর্যুক্তা শক্তিস্তত্বিধা॥
ন পৃথ্যাদি র্ন শব্দাদিঃ শক্ত্যাবস্ত যথা তথা।
অতএব হ্যচিন্ত্য যা ন নির্ব্বাচনমর্হতি॥"

শ্রুতি প্রমাণে জানা যায় যে, বিশ্ব সৃষ্টির পূর্ব্বে মায়াশক্তি (প্রকৃতি) ব্রহ্মেতেই অব্যক্তরূপে থাকে, এবং সৃষ্টি সময়ে প্রকাশ পায়, যথা,—

"অধ্যাকৃতং পুরা সৃষ্টে রূর্দ্ধ ব্যাক্রিয়তে দ্বিধা।
অচিন্ত্য শক্তি র্মায়ৈষা ব্রহ্মণে ব্যাকৃতাভিধা॥
অবিক্রিয় ব্রহ্মনিষ্ঠা বিকারং যাত্যনেকধা।
মায়ান্ত প্রকৃতিং বিদ্যান্ মায়িনন্ত মহেশ্বরম্॥"

যেরূপ মৃত্তিকাদি মহাভূতের ধর্ম্ম হইতে আকাশ ভূতের ধর্ম্ম পৃথক হইলেও তাহারা স্বরূপতঃ আকাশ ভিন্ন আর কিছুই নহে, সেইরূপ প্রকৃতি, বিশ্ব ও জীবের ধর্ম্ম ব্রহ্ম হইতে পৃথক হইলেও তাহারা ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই নহে। সৃষ্টিতত্ত্বে প্রমাণ করা হইয়াছে যে, প্রকৃতি, বিশ্ব ও জীব অসত্তা (অভাব)—ব্রহ্ম ভিন্ন, অন্য কোন সত্তা (বিদ্যমানতা) নাই। ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কোন পূর্ণতা নাই, ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কোন চৈতন্য নাই, এবং ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কোন আনন্দও নাই। কিন্তু যখন প্রত্যক্ষ দেখিতেছি যে, প্রকৃতি ও তাহার পরিণাম (বিশ্ব ও জীব) আছে, এবং শ্রুতি প্রমাণে জানা যায় যে, সকলই ব্রহ্ম, ব্রহ্ম ভিন্ন পদার্থ নাই, তখন প্রকৃতি, বিশ্ব ও জীব ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র নহে, অর্থাৎ যাহা কিছু দেখিতেছ, সমস্তই ব্রহ্ম; এবং সেই জন্যই "অসত্তা' (অভাব) প্রমাণ করা হইয়াছে। অর্থাৎ প্রকৃতি, বিশ্ব ও জীব "সৎ" বলিলে, ব্রহ্ম "শান্ত" হন, সৃষ্টি কার্য্যে নির্গুণশক্তির কর্তৃত্ব থাকে না, এবং তাহাদের ধর্ম্ম স্বতন্ত্র নির্দ্দেশ না করিলে, ব্রহ্মের ধর্ম্ম চৈতন্য ও আনন্দের বিকার হয়। প্রকৃতি, বিশ্ব ও জীবের "অসত্তা" (অবিদ্যমানতা) হইতেই ব্রহ্মের "অনন্তত্ব," এবং তাহাদের "ধর্ম্ম স্বতন্ত্রতা" হইতেই ব্রহ্মের ধর্ম্ম "চৈতন্য" ও "আনন্দ" বিশেষ প্রমাণ হয়। যেমন অপর ভূত সকলের অভাব (অসত্তা) ও ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম স্বীকার না করিলে, আকাশ "অনন্ত" ও তাহার ধর্ম্ম শব্দ হইতে পারে না, তেমনই

প্রকৃতি বিশ্ব ও জীব অসত্তা (অভাব) এবং তাহাদের ধর্ম্ম স্বতন্ত্র অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে, তাহা না হইলে ব্রহ্ম "সৎ" এবং তাঁহার ধর্ম্ম "চৈতন্য" ও "আনন্দ" হইতে পারে না।

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে যে, প্রকৃতি, বিশ্ব ও জীব অসত্তা (অভাব) এবং ব্রহ্মের সহিত স্বগত, জাতিগত, ও বিজাতীয় সম্বন্ধ বিহীন হইলেও কেমন করিয়া ব্রহ্মের ধর্ম্ম চৈতন্য ও আনন্দ প্রকৃতি, বিশ্ব ও জীবে (অর্থাৎ প্রকৃতিতে হিরণ্য গর্ভ, বিশ্বের অভিমানী দেবতা, জীবে চিদবভাস) আইসে ?—মৃত্তিকাদি ভূতের সহিত আকাশের স্বগত ও জাতিগত সম্বন্ধ অভাব (অর্থাৎ) তাহাদের ধর্ম্ম ভিন্ন ভিন্ন হইলেও আকাশ তাহাদের সহিত মিলিয়া থাকে কেন ? ইহা পূর্ব্বেই প্রমাণ করা হইয়াছে যে, মৃত্তিকাদি ভূত সকলি অসত্তা (অভাব) অর্থাৎ আকাশ, আকাশ ভিন্ন, অপর মৃত্তিকাদি ভূতের সত্তা নাই ; অতএব আকাশই আকাশের সহিত মিলিত হইয়া, অবস্থিতি করিতেছে। যেরূপ তিল হইতে তৈল বাহির করিয়া লইলে তিলের যে কঠিনাংশ (কল্ক) থাকে, তাহাও তৈল ভিন্ন অন্য কিছুই নহে, বিশেষরূপে পেশন করিতে পারিলে তাহা তৈলে পরিণত করা যায়, সেই রূপ মৃত্তিকাদি ভূত সকলও আকাশ ভিন্ন অন্য কিছুই নহে, যদি তত্ত্ব বিচার রূপ যন্ত্রে পেশন কর, দেখিবে যে, তাহারা আকাশে পরিণত হইয়াছে। তেমনই প্রকৃতি বিশ্ব ও জীব

"অসত্তা" (অভাব)—অর্থাৎ ব্রহ্ম ভিন্ন তাহাদের স্বতন্ত্র সত্তা (বিদ্য মানতা) নাই ; যদি বস্তু বিচার-রূপ পেশন*যন্ত্রে পেশন করা যায়, দেখিবে যে, মৃদাদির আকাশে পরিণত হওয়ার ন্যায়, এবং তিলের কঠিনাংশে (কল্ক) তৈলে পরিণত হওয়ার ন্যায় প্রকৃতিও তাহার পরিণাম (বিশ্ব ও জীব) ব্রহ্মে পরিণত হইয়াছে। অতএব প্রকৃতি বিশ্ব ও জীব ভিন্ন ধর্ম্মী হইয়াও নিত্য, পূর্ণ, চৈতন্য এবং সুখস্বরূপ ব্রহ্ম নিশ্চয় জানিবে।

ভাল, বলদেখি কেন জল জলে প্রবেশ করে ? কেন তেজ তেজে প্রবেশ করে ? কেন বায়ু বায়ুতে প্রবেশ করে ? এবং কেন মৃত্তিকা মৃত্তিকায় প্রবেশ করে ?—স্বগত ও জাতিগত সম্বন্ধই ইহার কারণ ; অর্থাৎ স্বধর্ম্মই ইহার কারণ ; তেমনই তিলের তৈলের সহিত, এবং আকাশের মৃত্তিকাদি ভূতের সহিত স্বরূপতঃ স্বগত ও জাতিগত (স্বধর্ম্ম) সম্বন্ধ আছে। যদি বল ইহার পূর্ব্বে প্রমাণ করা হইয়াছে যে, আকাশের সহিত মৃত্তিকাদি ভূত সকলের স্বগত ও জাতিগত সম্বন্ধ নাই, এটি লৌকিক ব্যবহার, অর্থাৎ যখন প্রকৃতির "আবরণ" ও "বিক্ষেপ" শক্তি হইতে জীব-চৈতন্যের যে "অজ্ঞান" ও "ভ্রম" হয়, সেই সময়ই আকাশের সহিত মৃত্তিকাদি ভূত সকলের "স্বগত" ও "জাতিগত" সম্বন্ধ অভাব তাহাই প্রমাণ করা হইয়াছে। বলদেখি, তেজঃ কি কখনও জলে মিশিতে পারে ? বায়ু কি কখনও মৃত্তিকায় মিশিতে পারে ?—না,—কেন ?—তেজঃ ও জল, বায়ু ও

মৃত্তিকা সকলেই ভিন্ন জাতীয় (বিজাতীয়) পদার্থ, অর্থাৎ যেরূপ অন্ধকার কখনও জ্যোতিঃ হইতে পারে না, এবং জ্যোতিঃ অন্ধকার হইতে পারে না, সেইরূপ বিজাতীয় পদার্থ কখনও আর একজাতীয় (অর্থাৎ তেজঃ জল, বায়ু মৃত্তিকা) হইতে পারে না।

এক্ষণে বিচার করিয়া দেখ যে, যদি স্বরূপতঃ আকাশ ও মৃত্তিকাদি ভূত সকল "স্বগত" ও "স্বজাতীয়" পদার্থ (অর্থাৎ মৃত্তিকাদি ভূত সকল আকাশ ভিন্ন অন্য কিছুই নহে) না হইত, তাহা হইলে কি মৃত্তিকাদি ভূতে আকাশ মিশিয়া থাকিতে পারিত?—অতএব সেইরূপ ব্রহ্মের সহিত প্রকৃতি, বিশ্ব ও জীবের যদি "স্বগত" ও "স্বজাতীয়" সম্বন্ধ (অর্থাৎ প্রকৃতি, বিশ্ব ও জীব ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কিছুই নহে) অভাব হইত, তাহা হইলে কি ব্রহ্ম, প্রকৃতি, বিশ্ব ও জীবে (অর্থাৎ প্রকৃতিতে হিরণ্য গর্ভ, বিশ্বে অভিমানী দেবতা এবং জীবে চিদবভাস) প্রবেশ করিতে পারিতেন?—তবে প্রকৃতি, বিশ্ব ও জীবের যে ভিন্ন ভিন্ন বিজাতীয় ধর্ম্ম উক্ত হইয়াছে, তাহা লৌকিক ব্যবহার, অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে প্রকৃতির বিকাশ হইলে প্রকৃতির যে "আবারণ" ও "বিক্ষেপ" শক্তি হইতে জীব "অজ্ঞান" এবং "ভ্রম" বশতঃ যে সকল কল্পনা করে, তাহাই প্রকৃতি, বিশ্ব ও জীবের ভিন্ন ভিন্ন "বিজাতীয়" ধর্ম্ম বলিয়া উক্ত হইয়াছে জানিবে।

ভারতে প্রকৃতিকে ব্রহ্মের "ইচ্ছা" বলিয়া নির্দ্দেশ

কল্পিয়াছেন, কিন্তু সৃষ্টিতত্ত্বে প্রমাণ করা হইয়াছে যে, প্রকৃতি তাঁহার ইচ্ছা নহে; এক্ষণে মত বিরুদ্ধ হইতেছে সেই আশঙ্কা নিরাসার্থে বলিতেছি যে, লৌকিক ব্যবহারে প্রকৃতিকে "ইচ্ছা" এবং ব্রহ্মকে "মানস-পুরুষ" বলা হয়। অতএব আর মত বিরুদ্ধ হইতেছে না।

স্বরূপতঃ, ব্রহ্ম ভিন্ন আর সকলই যে "অসত্তা" (অভাব) ভগবদ্গীতার দ্বিতীয়াধ্যায়ের ১৬ শ্লোকটি তাহার বিশেষ প্রমাণ; যথা,—

"নাসতো বিদ্যতে ভাবো না ভাবো বিদ্যতে সতঃ।
উভয়োরপি দৃষ্টোঽন্তস্ত্বনয়োস্তত্ত্ব দর্শিভিঃ॥"

তত্ত্ব-বিচার সমাপ্ত হইল।

॥ ওঁ ॥ তৎসৎ ॥ ওঁ ॥